শ্রীমদ্ভাগবত-দেবীভাগবতাধ্যাত্মরামায়ণীয়-

ভক্তিসোপানং।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু

সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য-বিরচিত-

টীকানুবাদাদিসংবলিতঃ।

শ্রীসাতকাড় মুখোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতঃ।

প্রথম সংস্করণং।

কলিকাতারাজধান্যাম্

সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তিনা
মুদ্রিতঃ।

বঙ্গাব্দাঃ ১৩০৯। ইং ১৯০৩।

মূল্য ।০ চারি আনা।

PRINTED BY UPENDRA NATHA CHAKRAVARTI,
AT THE SANSKRIT PRESS,
62, AMHERST STREET, CALCUTTA.
1903.

বিজ্ঞাপন

ভক্তিযোগ নামক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইল। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত দেবীভাগবত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের ভক্তিপ্রকরণ সরল টীকা, বঙ্গানুবাদ ও আবশ্যকবোধে মন্তব্যসহ লিখিত হইয়াছে। ভক্তির বর্ণনা ভাগবত প্রভৃতিতেই আছে, পৃথক্ করিয়া লিখিবার প্রয়োজন কি? এরূপ প্রশ্নের এইমাত্র উত্তর "সমুদ্রে রত্নরাশি আছে" "আকরে মণি আছে" কিন্তু সে অবস্থায় কাহার ভোগে লাগে? উক্ত বৃহৎ গ্রন্থত্রয় হইতে ভক্তিযোগ উদ্ধৃত করিয়া টীকাদি সহকারে একত্র মুদ্রণ করিলে অধ্যয়নের সুবিধা হইতে পারে এরূপ স্থির করিয়া শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ভক্তিযোগের টীকা অনুবাদাদি করিতে বলেন। উক্ত শাস্ত্রানুরাগী মহোদয় এক দিবস শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিযোগ পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দলাভ করেন; যখন অনুসন্ধানে জানিলেন দেবীভাগবত ও অধ্যাত্ম রামায়ণে ঐভাবেই ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণনা আছে, তখন দেখিলেন শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায় পরস্পর যে বিবাদ করে উহা কেবল অজ্ঞতারই পরিণাম। বৈষ্ণবের পরম ধন শ্রীমদ্ভাগবত, শাক্তের সর্ব্বস্ব দেবীভাগবত, শৈব ও রামানুজের অমূল্যরত্ন অধ্যাত্ম রামায়ণ (মহাদেব বিরচিত) তিন গ্রন্থেই এক কথা। অন্য দুইটী সম্প্রদায়, গাণপত্য ও সৌরগণ, এদেশে বিরল, সুতরাং, তাঁহাদের প্রমাণগ্রন্থের অনুসন্ধান

হয় নাই। তাহাতেও যে ভক্তিযোগ এইভাবেই লেখা থাকিবে এবিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

এক্ষণে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ দ্বারা সাধারণের উপকার হইলে শ্রম সফল বোধ করিব। পাঠকগণ উপকার বোধ করিলে তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে সাতকড়ি বাবুকেই আশীর্ব্বাদ করিবেন, তাঁহারই উদ্‌যোগে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

বহরমপুর।
ফাল্গুন, ১৩০৯।

বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ-সাহিত্যাচার্য্য
শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা।

ভূমিকা।

"নরত্বং দুর্লভং লোকে"

মানবজীবন অতি দুর্লভ, জীবগণ অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া শুভাদৃষ্ট ফলে কদাচিৎ এই দেবদুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে। পুণ্যফলে দেবশরীর এবং পাপফলে তির্য্যগেযানি লাভ হয়, উহা সমস্তই ভোগশরীর; উহাতে কেবল পুণ্য বা পাপের ফল সুখ বা দুঃখ অনুভব হয় মাত্র, ঐ জন্মে কর্ম্মের কৃত অদৃষ্ট উৎপন্ন হয় না, দেবশরীরে বা পশ্বাদিশরীরে পাপ পুণ্য জন্মে না। মানব ভিন্ন কোন জীবনেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় না, মানব শরীরেই সকামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট জন্মে, অদৃষ্টফলে পরিণামে স্বর্গনরকাদি ভোগ হয়, নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মফলে চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক পরিণামে মোক্ষপদ লাভও হইতে পারে, এজন্য দেবগণও মনুষ্যজীবন লাভের প্রয়াসী। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠানে মানবগণ সাধারণ দেবত্ব পদ লাভ করিবেন ইহা অধিক কথা নহে, ঈশ্বরত্ব পদ লাভেরও যোগ্যতা আছে। শাস্ত্র পাঠে জানা যায় সাধকমানবগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় নিষ্কাম কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের সাধনা করিয়া দেবগণেরও ভীতি উৎপাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের তপঃ প্রভাবে ভীত হইয়া ইন্দ্রাদির্দেবগণও তপোভঙ্গের নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। শাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মলোকের সহিত মনুষ্যজীবনের তুলনা করিয়া বলিয়াছেন আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ করা কেবল উক্ত উভয় স্থানেই হয়, অন্যত্র হয় না।

কাঠকোপনিষদ্, দ্বিতীয়াধ্যায়ে উক্ত আছে, "যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীবদদৃশে তথা গন্ধর্ব্ব-লোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে"। ইহার ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "তস্মাৎ শরীরবিস্রংসনাৎ প্রাগাত্মবোধায় যত্ন আস্থেয়ঃ, যস্মাদিহৈবাত্মনো দর্শন আদর্শস্থস্যেব মুখস্য স্পষ্ট মুপপদ্যতে, ন লোকান্তরেষু ব্রহ্মলোকাদন্যত্র। অতএব শরীর নাশের পূর্ব্বেই আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু দর্পণে মুখের ন্যায় এই মনুষ্য শরীরেই বুদ্ধিতে স্পষ্টতঃ আত্মদর্শন হইয়া থাকে। ব্রহ্মলোক ভিন্ন কোন স্থানেই আত্ম-জ্ঞান লাভ হয় না, দেবগন্ধর্ব্বাদিলোকে চিত্ত কর্ম্মফল উপভোগে ব্যগ্র থাকে, আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় না। পশ্বাদিজীবনে আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ্যতা নাই। পরিশেষে মানবজীবনই চিত্তোন্নতির একমাত্র স্থল, এই দুর্লভ জন্ম লাভ করিয়া যে কৃতঘ্ন ব্যক্তি চিত্তের উন্নতি করিতে চেষ্টা না করে, সেই আত্মঘাতী তাহার জীবনে শত সহস্র ধিক্। অনেকে পার্থিব সুখলাভে বঞ্চিত হইয়া "আমার জীবন বিফল, কোন সুখই হইল না, বৃথা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম," ইত্যাদি নানারূপ বিলাপ করিয়া থাকেন। বিবেকী সম্প্রদায় বলিবেন, "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ" কঠোপনিষদ্, ধনাদি দ্বারা মনুষ্যের তৃপ্তিলাভ হয় না, ক্রমশঃ অধিক লাভে লালসা জন্মে। সাংসারিক সুখ দুঃখেরই নামান্তর মাত্র, আপাততঃ ভাল বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে ঐ সুখই দুঃখের কারণ হয়, "পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" পাতঞ্জল দর্শন সাধন পাদ। সাংসারিক সুখে বিষয়তৃষ্ণা এতদূর

বলবতী হইয়া দাঁড়ায় যে আর কিছুতেই শান্তি হয় না। যথোত্তর নূতন নূতন অভাব বোধ হয়,

"ন জাতু কামিনাং কাম উপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"।

বিষয়লোলুপগণের বিষয়তৃষ্ণা উপভোগে নিবৃত্ত হয় না, ঘৃত প্রক্ষেপে অগ্নি যেমন অধিকতর প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ বিষয় ভোগে কামনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অভাব বোধই দুঃখ।

মানবজীবন লাভ করিয়া যদি আধ্যাত্মিক উন্নতি না হয়, দিন দিন অল্পবিস্তররূপে চিত্তের স্থিরতা না জন্মে, চিত্তের রাজস তামস বৃত্তি সকল ক্রমশঃ বিলুপ্তপ্রায় হইয়া সত্ত্বের বিকাশ হইতে না থাকে, তবেই জনম বৃথা, সেই ব্যক্তির আক্ষেপের বিষয় অনেক আছে। অনেকে মনে করেন, ধর্ম্মোপাসনা বৃদ্ধকালের কার্য্য, অল্পবয়সে ওসব কথা কেন? এরূপ ধারণা করা উচিত নহে, কে কত দিন জীবিত থাকিবে তাহার কোনই স্থিরতা নাই, প্রতি মুহূর্ত্তেই মরণের আশঙ্কা আছে, আর সময় নাই এরূপ ভাবিয়া উপাসনা করা কর্ত্তব্য, নীতিকার বলিয়াছেন, "গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্ম মাচরেৎ"। নিত্যাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয়, পরিশুদ্ধ চিত্তে ভগবানে ভক্তি জন্মে, দৃঢ়ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করিতে থাকিলে ক্রমশঃ দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে থাকে, দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ মরণকালে আপনা হইতেই উপাস্য দেবমূর্ত্তি হৃদয়ে আবির্ভূত হইবার সম্ভাবনা, সেরূপ হইলে মৃত্যুর পর বৈকুণ্ঠাদি লোকে গমন হয়, মরণক্ষণে চিত্তে যেরূপ

ভাব উদয় হয়, যে আকারে চিত্ত আকারিত হয়, মরণের পর সেই ভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥

মৃত্যুযন্ত্রণায় লোকে আপন ইচ্ছায় কিছু ভাবিবার শক্তি রাখে না, দীর্ঘকালের অভ্যাস বশতঃ সংস্কার থাকিলে স্বভাবতঃ দেবমূর্ত্তি চিত্তে অঙ্কিত হইতে পারে, তাই বলা যাইতেছে শৈশবের পর হইতেই ভগবানের আরাধানায় রত হওয়া আবশ্যক।

আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে উপযুক্ত গুরুর নিকট শাস্ত্রের যথার্থ সিদ্ধান্ত জানিতে হয়, শাস্ত্র অপার সমুদ্র সদৃশ, সমস্ত অধ্যয়ন করা, অধ্যয়ন করিয়া প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। শাস্ত্রের সারসংগ্রহে যত্ন করা অনুষ্ঠাতৃগণের কর্ত্তব্য, কোন্ কোন্ মূল-ভিত্তির উপর শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নির্ভর করে, কোন্ কোন্ বিষয়ে শাস্ত্র সকলের ঐকমত্য আছে, শাস্ত্রের কোন্ কোন্ অংশে প্রামাণ্য ইত্যাদি বিষয় জানা আবশ্যক।

অনন্তশাস্ত্রং বিবিধা চ বিদ্যা
স্বল্পশ্চ কালো বহবোঽপি বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্ ॥

অর্থাৎ, শাস্ত্রের শেষ নাই, বিদ্যা নানাবিধ, আয়ুঃ অতি অল্প, তাহাতে আবার বিঘ্ন বিপত্তি নানাবিধ, অতএব হংসগণ যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পৃথক্ রূপে গ্রহণ করে, সারভাগ গ্রহণ

করিয়া অসার ভাগ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ শাস্ত্রের যাহা সার, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযোগের প্রতীতি একমাত্র শাস্ত্র হইতেই হয়। সাধারণতঃ প্রত্যক্ষের অগোচর বিষয় অনুমান দ্বারা স্থির হয়, অনুমানেরও অগোচর অতি সূক্ষ্ম পদার্থ শাস্ত্রের দ্বারাই জানা যায়,

সামান্যতস্তু দৃষ্টাদতীন্দ্রিয়াণাং প্রতীতিরনুমানাৎ।
তস্মাদপি চাসিদ্ধং পরোক্ষমাপ্তাগমাৎ সিদ্ধম্॥

সামান্যতঃ দৃষ্ট অনুমান দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পদার্থের জ্ঞান হয়, অনুমানেরও গোচর নহে এরূপ পরোক্ষ পদার্থ স্বর্গাদির জ্ঞান শাস্ত্র হইতেই হইয়া থাকে।

শাস্ত্রের মধ্যে বেদই স্বতঃ প্রমাণ, বেদ নিত্য বা ঈশ্বর বাক্য বা ঈশ্বর প্রণোদনে আপনা হইতেই নিশ্বাস প্রশ্বাসবৎ ঋষিগণের মুখনিঃসৃত, এ বিষয়ে বাদী সকলের মতভেদ থাকিলেও বেদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য, উপদেশ অশেষ কল্যাণ-দায়ক এ বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র স্বতঃ প্রমাণ নহে, উহারা শ্রুতি বাক্য কল্পনা করিয়া প্রমাণ রূপে গৃহীত হয়, অর্থাৎ কোনও একটী স্মৃতি বা পুরাণাদি বাক্য দ্বারা উহার মূলশ্রুতির অনুমান হয়। সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণ শ্রুতি স্মরণ করিয়া স্মৃতি পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, স্মরণ করিয়া লেখা হইয়াছে বলিয়া পুরাণাদিকেও স্মৃতি বলা হইয়া থাকে। উক্ত রূপে অনুমিত শ্রুতি সকলকে কল্প্য (অনুমেয়) শ্রুতি বলে, পক্ষান্তরে সাক্ষাৎ দৃষ্ট শ্রুতির নাম ক্লৃপ্তশ্রুতি। শ্রুতির উপদেশ প্রভু বাক্যের ন্যায়, উহা সঙ্গত কি অসঙ্গত

তাহার বিচার অনাবশ্যক, প্রভুর অনুমতি "যে আজ্ঞা" বলিয়া ভৃত্যগণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পুরাণাদির উপদেশ বন্ধুর উপদেশের ন্যায়, বন্ধু ব্যক্তি কোন বিষয় উপদেশ দিতে গিয়া প্রস্তুত বিষয় উপপন্ন করিবার নিমিত্ত যেমন নানারূপ দৃষ্টান্তাদি দ্বারা সজ্জিত করেন, তদ্রূপ পুরাণাদিতে কোন একটী সারগর্ভ বেদবাক্যকে মূল ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়া অর্থবাদাদি দ্বারা সেই বিষয়টীকে রঞ্জিত করিয়া রাখা হয়; সময় সময় এই অর্থবাদ অংশ বুঝিতে না পারায়, অনেক অনর্থপাতও হইয়া থাকে।

"প্রাশস্ত্যনিন্দান্যতরপরং বাক্যমর্থবাদঃ" যে বাক্য সকল বিধেয়ের প্রশংসা ও নিষিদ্ধের নিন্দা প্রকটিত করে তাহাকে অর্থবাদ বাক্য বলে। পুরাণশাস্ত্রে এই অর্থবাদের সংখ্যা বড়ই অতিরিক্ত, সুতরাং তাহার মধ্য হইতে মূল উপদেশ গ্রহণ করিতে প্রয়াস পাইতে হয়। পুরাণে পরস্পর যে মতদ্বৈধ দেখা যায়, যেন অসংলগ্ন বলিয়া প্রতীতি জন্মে, উক্ত রঞ্জিত অংশই তাহার কারণ। মূল উপদেশে পুরাণ কেন, কোন শাস্ত্রেই বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। সকলেরই গন্তব্য এক, কেবল গমন পথ নানাবিধ মাত্র। অনুষ্ঠাতৃগণের অধিকার তারতম্যে একই উপায় সকলের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই উপদেশ প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত। এই অধিকারী ভেদেই শাস্ত্রে নানা সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, সেরূপ গঠনে কোন ক্ষতি নাই, যেরূপেই হউক না কেন কোন একটী বিষয় অবলম্বনে চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই ক্রমশঃ উন্নতিলাভ হইবে, উপাস্য দেব পরমেশ্বরকে (সকল দেবকেই পরমেশ্বর

জ্ঞানে আরাধনা করা হইয়া থাকে) যে ভাবেই হউক সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে সঙ্কোচ নাই, যে যে ভাবের ভাবুক তাহাকে সেই ভাবেই উপদেশ দেওয়া আছে। কেহ পিতৃভাবে, কেহ মাতৃভাবে, কেহ বন্ধুভাবে, কেহ বা শত্রুভাবে সেই পরমেশ্বরকে সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে যুধিষ্ঠিরের প্রতি নারদের উক্তি,

"কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহব স্তদ্গতিং গতাঃ"॥
"কামাদ্ গোপ্যো ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্ বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো"॥

কাম, দ্বেষ, ভয় বা স্নেহ যে ভাবেই হউক ঈশ্বরে ভক্তি পূর্ব্বক মনোনিবেশ করিয়া চিত্তমল পাপাদি দূর করতঃ বহু সাধক পরম গতি লাভ করিয়াছেন।

গোপীগণ কামে, কংস ভয়ে, শিশুপালাদি নৃপতিগণ দ্বেষে, বৃষ্ণিবংশোদ্ভবগণ সম্বন্ধে, আপনারা (পাণ্ডবেরা) স্নেহে এবং আমরা (নারদ প্রভৃতিরা) ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াছি।

শ্রীরামচন্দ্র মাতা কৌশল্যাকে বলিয়াছেন,

ততো মাং ভক্তিযোগেন মাতঃ সর্ব্বহৃদি স্থিতং।
পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্মৃত্বা শান্তিমবাপ্স্যসি॥

সর্ব্বান্তর্যামী আমাকে ভক্তিভাবেই হউক অথবা পুত্রভাবেই হউক প্রতিদিন স্মরণ করিয়া শান্তিলাভ করিবেন।

যে কোন কেন্দ্র হউক, প্রত্যেক স্থানেই ঈশ্বর পূর্ণবিরাজমান, তিনি সর্ব্বত্র আছেন, সমস্ত তাহাতে আছে, সমষ্টিতে

যে ভাবে ব্যষ্টিতেও সেই ভাবে অবস্থান। প্রহ্লাদের সম্মান রক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ স্তম্ভ মধ্য হইতে আবির্ভূত হইয়া সকলকে দেখাইয়াছেন "সর্ব্বত্রই আমার পূর্ণ সত্তা"। তাঁহার অর্দ্ধনর অর্দ্ধ সিংহ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে তিনি সর্ব্বাত্মক। শাস্ত্রেও ঐ ভাবেই উক্ত আছে, ছান্দোগ্যোপনিষদ্

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত," সেই ঈশ্বর হইতে জাত, তাঁহাতে লীন ও তাঁহাদ্বারা প্রতিপালিত, সুতরাং সমস্তই ব্রহ্ম।

"স এবাধস্তাৎ, স উপরিষ্টাৎ, স পশ্চাৎ, স পুরস্তাৎ, স দক্ষিণতঃ, স উত্তরতঃ, স এবেদং সর্ব্বমিতি"।

সেই পরমেশ্বর নিম্ন, উর্দ্ধ, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর, সর্ব্বত্রই আছেন। পরিদৃশ্যমান সমস্ত তিনিই।

"অথ য আত্মা স সেতু র্বিধৃতি রেষাং লোকানামসম্ভেদায়"।

এই আত্মা (পরমেশ্বর) সেতুর ন্যায় অর্থাৎ মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত সেতু (আঁলি) যেমন ব্যবস্থার কারণ হয়, ইহার এই ক্ষেত্র, উহার এই ক্ষেত্র ইত্যাদি রূপে ক্ষেত্র সকলকে পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন করিয়া দেয়; তদ্রূপ পরমেশ্বরও বর্ণাশ্রমাদির ব্যবস্থাপক, তিনিই সমস্ত পদার্থ যথাযথ রূপে ধারণ করিয়াছেন, তাহা না হইলে বিশ্বসংসার ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না, অধ্রিয়মাণং হীশ্বরেণেদং বিশ্বং বিনশ্যেত যত স্তস্মাৎ স সেতুর্বিধৃতিঃ" ছান্দোগ্যের শঙ্করভাষ্য।

বৃহদারণ্যকে।

"এবমেবাস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বাণি ভূতানি, সর্ব্বে দেবাঃ, সর্ব্বে লোকাঃ, সর্ব্বে প্রাণাঃ, সর্ব্ব এত আত্মানঃ সমর্পিতাঃ"।

সমস্ত প্রাণী, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা, ভূরাদি লোক, বাগাদি ইন্দ্রিয় ও জলচন্দ্রের ন্যায় প্রতিশরীরে প্রবিষ্ট সমস্ত আত্মা (জীবাত্মা) সকলেই এই পরমাত্মা পরমেশ্বরে অবস্থিত আছে।

"অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিত্যনুশাসনং"।

সর্ব্বানুভূঃ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বমনুভবতীতি সর্ব্বানুভূরিত্যেতদনুশাসনং সর্ব্ববেদান্তোপদেশঃ, শঙ্করভাষ্যঃ।

সকলের আত্মস্বরূপ হইয়া সমস্ত অনুভব করেন এই নিমিত্ত এই পরমাত্মাকে সর্ব্বানুভূ বলে, ইহাই সমস্ত বেদান্তের উপদেশ।

তৈত্তিরীয়ে।

"যো বেদ নিহিতং গুহায়াং"।

গুহা অর্থাৎ বুদ্ধিতে অবস্থিত পরমাত্মাকে যে জানে।

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ"।

যদি এই আকাশ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী আনন্দ স্বরূপ আত্মা প্রত্যেক বস্তুতে অবস্থান না করেন, তবে কেই বা জীবিত থাকে? কেহই নহে, পরমাত্মার সত্তাতেই সকলের সত্তা।

শ্বেতাশ্বতরে।

"এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ"।

এই প্রকৃত প্রকাশশীল, মায়াবশতঃ মহদাদি রূপে পরিণত, সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর মনুষ্যাদি সমস্ত প্রাণীর হৃদয়ে সর্ব্বদা অন্তর্যামী রূপে অবস্থান করিতেছেন।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ ॥

অদ্বিতীয়, অব্যক্তভাবে সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত, সর্ব্বব্যাপী, সকল ভূতের স্বরূপ, অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা, সমস্ত প্রাণীতে বর্ত্তমান, পরমেশ্বর সকলের দ্রষ্টা. তাঁহার উপাধি বা সত্ত্বাদিগুণ কিছুই নাই।

মনুঃ।

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি সনাতনম্ ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে বুদ্ধি দ্বারা সমস্ত প্রাণীতে আত্মাকে অবলোকন করেন, তিনি সর্ব্বাত্মদর্শী হইয়া সনাতন ব্রহ্মকে পান, অর্থাৎ মুক্ত হয়েন।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥

যোগিগণ শত্রু মিত্র উদাসীন সর্ব্বত্রই তুল্য জ্ঞানে আত্মাকে সকল ভূতে ও সকল ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন।

ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন এ বিষয়ে শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, বাহুল্য ভয়ে আর উদ্ধৃত করা হইল না। তিনি পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র আছেন এই সিদ্ধান্ত কথার উপর কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র থাকিলে অসংখ্য ঈশ্বর হইয়া উঠে। এক ব্যক্তির পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে একমাত্র বলা যায়, ও সকল যুক্তিতর্ক মানবের স্বকীয় সামর্থ্য অনুসারে গঠিত, ঈশ্বরের প্রতি সাধারণ দৃষ্টান্ত চলে না।

অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ”।

তিনি পাণি, পাদ, চক্ষুঃ ও শ্রোত্র রহিত হইয়াও গ্রহণ, দ্রুতগমন, দর্শন ও শ্রবণ করিতেছেন, তবে আর একাকী হইয়া পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতে অসমর্থ কেন হইবেন ?।

আর এক কথা, পূর্ণভাবে থাকেন না বলিলে অংশতঃ থাকেন এইরূপ বলিতে হয়, কিন্তু অসীম অনন্তের অংশ কল্পনা হয় না। ফলকথা কূটতর্ক করিয়া আয়ুঃ ক্ষয় করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্রে যে যুক্তির কথা উল্লেখ আছে,

“কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন বিচার্য্যং কথঞ্চন।
যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে” ॥

কেবল শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া বিচার করা উচিত নহে, যুক্তিবিহীন বিচারে ধর্ম্মের হানি হয়, এই যুক্তি শব্দে অনুকূল তর্ক বুঝায়, সে তর্কের প্রকার শাস্ত্রেই প্রকাশিত আছে, মীমাংসা শাস্ত্রানুসারে বেদ বাক্যের অর্থাবধারণ করা উচিত. ইহাই উল্লিখিত বচনের অর্থ।

ভগবদ্গীতায় যে বিশ্বরূপ বর্ণনা আছে, তাহা পরিদৃশ্যমান স্থূল জগতের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে, ইহাকেই বিরাট্ পুরুষ বলে, স্থূল জগৎ হইতে পৃথগ্ভাবে বিশ্বরূপ বুঝা উচিত নহে। পরিদৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, “সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ,” শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্। সুতরাং যে কোন বিষয়ে হিংসা দ্বেষ করা হয়, ফলতঃ তাহা ঈশ্বরেরই হইয়া উঠে। ভক্ত উপাসকগণ অতি সমাদরে উপাস্য দেবমূর্ত্তি রক্ষা করেন, যাহাতে শ্রীঅঙ্গের কোন অনিষ্ট না ঘটে সে পক্ষে সতত তৎপর

থাকেন; এখন দেখা যাইতেছে জগতের সমস্ত পদার্থই শ্রীঅঙ্গ, অতএব সকলের প্রতিই দয়া করা উচিত, হিংসা দ্বেষ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। ভূতগণে হিংসা করিয়া কর্ম্ম, ভক্তি বা জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিলে তাহা বিফল হয়, সেরূপে উপাসনায় ভগবান্ সন্তুষ্ট হন না।

"ভূতাবমানিনার্চ্চায়া মচ্চিতোঽহং ন পূজিতঃ"।

প্রাণীগণের অবমাননা করিয়া প্রতিমাদিতে পূজা করিলে আমি (পরমেশ্বর) তাহাতে প্রীত হই না।

কাশীখণ্ডে।

পরিনির্ম্মথ্য বাগ্‌জালং নির্ণীতমিদমেব হি।
নোপকারাৎপরো ধর্ম্মো নাপকারাদঘং পরং॥

শাস্ত্র সমুদায় আন্দোলন করিয়া ইহাই স্থির করা হইয়াছে, উপকার হইতে ধর্ম্ম নাই এবং অপকার হইতে অধর্ম্ম নাই।

এই নিমিত্তই যোগশাস্ত্রে পাতঞ্জলে বহুবিধরূপে চিত্তপরিকর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির উল্লেখ আছে। অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথমেই অহিংসার উল্লেখ আছে। প্রাণিতে হিংসা দ্বেষ করিয়া কোন কর্ম্ম, ভক্তি বা জ্ঞান যোগের অনুষ্ঠান করিলে তাহা বিফল হয় একথা ভক্তি যোগ গ্রন্থে বহুস্থানে দৃষ্ট হইবে।

কর্ম্মযোগই ভক্তি ও জ্ঞানের উপায়, নিত্যাদি কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত পরিশোধিত না হইলে তাহাতে ভক্তির উদ্রেক হয় না,

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

অনেকজন্মসংসারচিতে পাপসমুচ্চয়ে?
নাক্ষীণে জায়তে পুংসাং গোবিন্দাভিমুখী মতিঃ॥

বহু জন্মসঞ্চিত পাপরাশি ক্ষীণ না হইলে গোবিন্দে মতি

হয় না। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধি হইলে ঈশ্বরে ভক্তি জন্মে।

জন্মান্তরসহস্রেষু তপোজ্ঞানসমাধিভিঃ।
নরাণাং ক্ষীণপাপানাং কৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রজায়তে॥

তীর্থ, দান, ধর্ম্ম যাহাই কেন করা যাউক না, কেবল চিত্ত শুদ্ধিই উহার ফল "এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনং" বেদান্তসার। যাহা প্রকৃত সত্য তাহা নানারূপ হয় না, কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধচিত্তে ভক্তি ও জ্ঞানের উদ্রেক একথা সমস্ত শাস্ত্রে একতানে উচ্চারিত।

ভক্তিরই পরিণাম জ্ঞান, দুইটী পৃথক্ পদার্থ নহে, "ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতং" ভক্তির চরম সীমাই জ্ঞান। জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়, এরূপ বিবাদ কেবল অদূর দর্শিতারই ফল। ভগবান্ রামানুজ আচার্য্য বলিয়াছেন

"ভবতু মম পরস্মিন্ শেমুষী ভক্তিরূপা" পরমেশ্বরে আমার ভক্তিরূপ শেমুষী অর্থাৎ বুদ্ধি উৎপন্ন হউক্।

চিত্তের সত্ত্বগুণের আবির্ভাবকেই শুদ্ধি বলে। উহাতে রজো ভাগের (দুঃখাদির) ও তমোভাগের (অজ্ঞানাদির) ক্ষয় আবশ্যক, আপনাতেই আপনি সুখী থাকিলে, কামনার ফলে রাশি রাশি অভাব বোধ না করিলে দুঃখ দূর হয়, পরমসুখে থাকা যায়, আত্মারাম হওয়া যায়। শাস্ত্রাদির আলোচনায় অজ্ঞান দূর হয়, জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশ পায়, এইরূপে রজঃ ও তমঃ ভাগের পরাভব হইলে আপনা হইতেই চিত্তে শান্তি উপস্থিত হয়।

আহার শুদ্ধি অর্থাৎ সাত্ত্বিক আহার, চিত্তশুদ্ধির একটী প্রধান উপায়, ছান্দোগ্য উপনিষদে "মনোময়ং সৌম্য মনঃ" ইত্যাদি স্থলে দেখান হইয়াছে, চিত্তের উপচয় অপচয় আহারের সাপেক্ষ, ভুক্ত দ্রব্যের উৎকৃষ্ট অংশ অন্তঃকরণের (সূক্ষ্ম শরীরের) ও মধ্যম অংশ স্থূল শরীরের উপকার করে; নিকৃষ্ট অংশ পুরীষাদি রূপে বহির্গত হয়। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক আহারের বিবরণ গীতাদি শাস্ত্রে আছে।

উপসংহারে বলা যাইতেছে দেবদুর্লভ মানব জীবন লাভ করিয়া যাহাতে দিন দিন চিত্তের উৎকর্ষ হয়, অকপট ভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া সমস্ত সংসার কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া রাত্রিতে শয়নকালে যদি অহোরাত্রের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কলাপের সমালোচনা করিয়া দেখা যায় "অদ্য এই টুকু পুণ্য" ও "এই টুকু পাপকর্ম্ম" করা হইয়াছে তাহা হইলে ক্রমশঃ পাপের অংশ ন্যূন হইয়া পুণ্যের অংশ বর্দ্ধিত হইতে পারে। বলা বাহুল্য পুণ্যের অনুষ্ঠানে ও পাপের ক্ষালনে বলবতী স্পৃহা থাকা চাই। পাপপুণ্য জ্ঞান শাস্ত্রও অনুকূল যুক্তি হইতে জন্মে, শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সদ্‌গুরুর নিকটই জ্ঞাতব্য "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" উপযুক্ত আচার্য্য পাইলেই তাঁহার উপদেশে পরমপদ লাভ হয়। গুরুমুখে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সকলে সমবেত হইয়া তাহার আলোচনা করা উচিত। সর্ব্বদা সদুপদেশ শ্রবণে ও আলোচনে চিত্তমল ক্ষালিত হয়, চিত্তস্থির হয়, দুর্দ্দমনীয় চিত্তশত্রুকে আয়ত্ত করা যায়। দূষিত চিত্ত হইতে শত্রু নাই, পরিশুদ্ধ চিত্ত হইতে মিত্র নাই। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ধর্ম্মেরও উন্নতি হয়, কারণ জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়ই এক সত্ত্ব

গুণের কার্য্য, সুতরাং উহাদের একের উৎকর্ষে অপরের উৎকর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

ক্রমশঃ সকলের কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের আলোচনা ও অনুষ্ঠানে যথোত্তর আধ্যাত্মিক উন্নতি হউক, ৺ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থনা।

হরিঃ ওম্।

ফাল্গুন। ১৩০৯। }
বহরমপুর। }

শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলোক্তো

তৃতীয়স্কন্ধে

ভক্তিযোগঃ।

শ্রীদেবহূতিরুবাচ

লক্ষণং মহদাদীনাং প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ।
স্বরূপং লক্ষ্যতেঽমীষাং যেন তৎ পারমার্থিকম্ ॥১॥
যথা সাংখ্যেষু কথিতং যন্মূলং তৎ প্রচক্ষতে।
ভক্তিযোগস্য মে মার্গং ব্রূহি বিস্তরতঃ প্রভো ॥২॥

নত্বা শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষং পূর্ণচন্দ্রদ্বিজন্মনা।
রহস্যং ভক্তিযোগস্য বর্ণ্যতে ভাবশুদ্ধয়ে ॥

অমীষাং মহদাদীনাং মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্রৈকাদশেন্দ্রিয়পঞ্চ-মহাভূতানাং, প্রকৃতেঃ মূলকারণস্য প্রধানস্য, পুরুষস্য চ চেতনরূপস্য কেবলং ভোক্তুঃ তৎ পারমার্থিকং পরস্পরবিবিক্তং যথার্থং স্বরূপং তত্ত্বং যেন লক্ষ্যতে সম্যগ্ জ্ঞায়তে, সাংখ্যেষু সাংখ্যশাস্ত্রেষু যথা তথা কথিতং, যন্মূলং যো ভক্তিযোগঃ মূলং প্রয়োজনং যস্য তৎ প্রচক্ষতে কথয়ন্তি পণ্ডিতা ইতি শেষঃ,

লক্ষণং ইত্যর্থঃ, হে প্রভো! নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ! মে মহ্যং বিস্তরতঃ বাহুল্যেন ভক্তিযোগস্য তং মার্গং উপায়ং ব্রূহি বদ ॥ ১ ॥ ২ ॥

দেবহূতি কহিলেন।

প্রভু! সাংখ্যশাস্ত্রে যেরূপ বর্ণিত আছে, তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত মহত্তত্ত্বাদির, প্রকৃতির ও পুরুষের পরস্পর পৃথক্ যথার্থস্বরূপ যে লক্ষণদ্বারা বুঝা যায়, সেই লক্ষণ যে প্রয়োজনের নিমিত্ত বর্ণিত হইয়াছে, ভক্তিযোগের সেই পথ বিস্তারিতভাবে আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১ ॥ ২ ॥

বিরাগো যেন পুরুষো ভগবন্ সর্ব্বতো ভবেৎ।
আচক্ষ্ব জীবলোকস্য বিবিধাঃ কর্ম্মসংসৃতীঃ ॥ ৩ ॥
কালস্যেশ্বররূপস্য পরেষাঞ্চ পরস্য তে।
স্বরূপং বত কুর্ব্বন্তি যদ্ধেতোঃ কুশলং জনাঃ ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! যেন বিবিধসংসৃতিবর্ণনেন পুরুষঃ সর্ব্বতঃ লৌকিকালৌকিকবিষয়েভ্যঃ বিরাগঃ আসক্তিরহিতো ভবেৎ। জীবলোকস্য বিবিধা নানাবিধাঃ কর্ম্মসংসৃতীঃ কর্ম্মজন্যাঃ সংসৃতীঃ গতীঃ মম আচক্ষ্ব মহ্যং বদ। ঈশ্বররূপস্য মহাপ্রভাবস্য তে ত্বদাত্মকস্য, পরেষাং পরস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠস্য কালস্য কলয়িতুঃ সর্ব্ব-

---

পূর্ব্বগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের বর্ণনা আছে, ভক্তিযোগ বুঝাইবার নিমিত্তই পূর্ব্বে ঐ সমস্ত বলা হইয়াছে। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই কএকটী মহদাদি শব্দে বুঝাইবে। জগতের মূল কারণকে প্রকৃতি বা প্রধান বলে, উহা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণত্রয়স্বরূপ। পুরুষশব্দে চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে বুঝায়। ইহাদের বিশেষ বিবরণ মৎপ্রকাশিত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী ও পাতঞ্জলদর্শনে দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥ ২ ॥

সংহর্ত্তুঃ স্বরূপং তত্ত্বঞ্চ বদ। জনাঃ যদ্ধেতোঃ যদ্ভয়াৎ কুশলং পুণ্যং কুর্ব্বন্তি আচরন্তি ॥ ৩ ॥ ৪ ॥

ভগবন্! যাহা দ্বারা মনুষ্যগণ সমস্ত বিষয় হইতে বিরক্ত হয়, জীবলোকের কর্ম্মবশতঃ সেই নানাবিধ গতির বর্ণনা করুন্। মহাপ্রভাবশালী পরাৎপর আপনারস্বরূপ কালের যথার্থ তত্ত্ব কি? তাহাও বর্ণনা করুন্। উক্তবিধ কালের ভয়েই মনুষ্যগণ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন॥ ৩ ॥ ৪ ॥

লোকস্য মিথ্যাভিমতে রচক্ষুষ-
শ্চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে।
শ্রান্তস্য কর্ম্মস্বনুবিদ্ধয়া ধিয়া
ত্বমাবিরাসীঃ কিল যোগভাস্করঃ ॥ ৫ ॥

অচক্ষুষঃ অজ্ঞস্য অতএব মিথ্যাভিমতেঃ মিথ্যাভূতে দেহাদৌ অভিমতি রহঙ্কারো যস্য তাদৃশস্য, অতঃ কর্ম্মসু অনুবিদ্ধয়া অনুরক্তয়া ধিয়া বুদ্ধ্যা শ্রান্তস্য, অতএব অনাশ্রয়ে অপারে তমসি অবিদ্যালক্ষণে সংসারে চিরং প্রসুপ্তস্য অনাদিকালং নিদ্রিতস্য লোকস্য প্রবোধনায় ইতি শেষঃ, ত্বং যোগভাস্করঃ যোগপ্রকাশকঃ ভাস্করঃ সূর্য্যঃ আবিরাসীঃ কিল, প্রাদুর্ভূতঃ খলু ॥ ৫ ॥

চক্ষুরহিত অর্থাৎ জ্ঞানহীন, মিথ্যা দেহাদিতে অভিমান

দেহাদিতে আত্মাভিমান থাকাতেই শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এই অভিমানের প্রতি অজ্ঞানই কারণ। সূর্য্যের উদয় হইলে নিদ্রাত্যাগ হয়, জ্ঞানাঙ্কুরের উদয় হইলেও অজ্ঞান-নিদ্রা দূর হয় ॥ ৫ ॥

(আমি আমার বোধ) যুক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্ত বুদ্ধিতে পরিশ্রান্ত, অপারতমঃ অর্থাৎ অবিদ্যারূপ সংসারে চিরকাল নিদ্রিত ব্যক্তির প্রবোধের নিমিত্ত আপনি যোগপ্রকাশক সূর্য্যের ন্যায় আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

শ্রীমৈত্রেয় উবাচ।

ইতি মাতু র্বচঃ শ্লক্ষ্ণং প্রতিনন্দ্য মহামুনিঃ।
আবভাষে কুরুশ্রেষ্ঠ প্রীত স্তাং করুণার্দ্দিতঃ ॥ ৬ ॥

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! মহামুনিঃ কপিলঃ মাতু র্দেবহূত্যাঃ শ্লক্ষ্ণং সুন্দরং ইতি পূর্ব্বোক্তং বচঃ প্রতিনন্দ্য সাধু উক্তমিতি প্রশস্য প্রীতঃ সন্তুষ্টঃ করুণার্দ্দিতঃ দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ সন্ তাং মাতরং আবভাষে উবাচ বক্ষ্যমাণং ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

মৈত্রেয় বলিলেন।

মহামুনি কপিল মাতার পূর্ব্বোক্ত সুন্দর বাক্যের প্রশংসা করিয়া সন্তুষ্ট ও করুণাযুক্ত হইয়া তাঁহার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈ র্ভামিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

হে ভামিনি! সৌন্দর্য্যাদিগুণযুক্তে ভক্তিযোগঃ মার্গৈঃ প্রকারবিশেষৈঃ বহুবিধো বহুধা ভাব্যতে সম্পাদ্যতে। তানেবাহ পুংসাং স্বভাবভূতা যে গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ তেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন

ভাবঃ অভিপ্রায়ঃ ভক্তিযোগ ইত্যর্থঃ, বিভিন্নতে ভিন্নো ভবতি সঙ্কল্পভেদা ভক্তিভেদঃ সাত্ত্বিকঃ রাজসঃ তামসশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ভগবান্ কপিল কহিলেন।

ভামিনি! ভক্তিযোগ প্রকারভেদে বহুবিধ সম্পন্ন হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের স্বভাবভূত গুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) ভেদে ভাব অর্থাৎ চিত্তের অভিপ্রায় বিভিন্ন হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্য মেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্‌ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ ॥ ৮ ॥

যো ভিন্নদৃক্ ভেদদর্শী সংরম্ভী গূঢ়দ্বেষঃ ক্রোধী, হিংসাং পরপীড়নং দম্ভং ধর্ম্মধ্বজবৃত্তিং কৈতবমিত্যর্থঃ, মাৎসর্য্যং দ্বেষং এব বা অভিসন্ধায় সমুদ্দিশ্য ময়ি পরমেশ্বরে ভাবং ভক্তিং কুর্য্যাৎ স তামসঃ তমঃ-স্বভাবঃ ভক্তাধম ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যে ভেদদর্শী ক্রোধী ব্যক্তি হিংসা, শঠতা বা দ্বেষ বশতঃই আমার ভক্তি করে, সে তামস অর্থাৎ তমঃ-স্বভাব ভক্তাধম ॥ ৮ ॥

বিষয়া নভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্য মেব চ।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্যো মাং পৃথগ্‌ভাবঃ স রাজসঃ ॥ ৯ ॥

পৃথগ্ভাবঃ ভেদদর্শী যঃ বিষয়ান্ ভোগ্যান্ শব্দাদীন্, যশঃ দিক্‌ব্যাপ্তাং খ্যাতিং, ঐশ্বর্য্যং ধনাদিকং এব চ অভিসন্ধায় সমুদ্দিশ্য তত্তৎকামনয়া অর্চ্চাদৌ প্রতিমাদিষু মাং অর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ স রাজসঃ রজঃস্বভাবঃ ভক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

পৃথগ্ভাব অর্থাৎ ভেদদর্শী যে ব্যক্তি শব্দাদি ভোগ্য বিষয়, যশঃ বা ঐশ্বর্য্য কামনা করিয়া প্রতিমাদিতে ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করে সে রাজসভক্ত ॥ ৯ ॥

কর্ম্ম-নির্হার মুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণং।
যজেদ্ যষ্টব্য মিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥১০॥

যঃ পৃথগ্ভাবঃ ভেদদর্শী উপাস্যোপাসকভেদজ্ঞানবান্ কর্ম্ম-নির্হারং পাপক্ষয়ং, পরস্মিন্ বা পরমেশ্বরে তদর্পণং কর্ম্মার্পণং ভগবৎপ্রীতিমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ, যষ্টব্যং বিহিতত্বাৎ মমেদং কর্ত্তব্য-মিতি বা বুদ্ধ্যা যজেৎ মাং পূজয়েৎ, স ভক্তঃ সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বগুণ-স্বভাব ইত্যর্থঃ। ভেদদর্শিত্বং অর্চ্চাদৌ পূজনং চ ত্রিষপি তামস-রাজস-সাত্ত্বিকেষু সমানং॥ ১০॥

"যে পৃথগ্ভাব (ভেদদর্শী) ব্যক্তি পাপক্ষয়ের নিমিত্ত বা ভগবানে অর্পণের নিমিত্ত অথবা কর্ত্তব্য বোধে যাগাদির অনু-ষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সাত্ত্বিকভক্ত বলে॥১০॥

মদ্গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতি রবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ ১১॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ ১২॥

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ, মম গুণানাং শ্রবণেনৈব সর্ব্বগুহাশয়ে সর্ব্বাসু গুহাসু জীবহৃদয়েষু শেতে অন্তর্যামিতয়া বর্ত্ততে ইতি সর্ব্বগুহাশয়ঃ ভগবান্, তস্মিন্ পরমেশ্বরে ময়ি, অম্বুধৌ সমুদ্রে গঙ্গাম্ভসঃ, গঙ্গাপ্রবাহস্যেব অবিচ্ছিন্না বিচ্ছেদরহিতা বিষয়ান্তর-

---

উপাস্য উপাসকে ভেদ জ্ঞান থাকিলে ব্যবধান ঘটে, মধ্যে যেন বাধা-ধায়ক কিছু থাকিয়া যায়, সর্ব্বতোভাবে অভেদ জ্ঞান হইলে আর সেরূপ সম্ভাবনা হয় না, অভিন্ন বস্তুতে ব্যবধান হয় না॥ ১১॥ ১২॥

শূন্যা মনোবৃত্তিঃ মনসো বৃত্তিঃ পরিণামঃ ধ্যেয়াকারধারণং যা অহৈতুকী ফলাভিসন্ধিরহিতা অব্যবহিতা ভেদদৃষ্টিশূন্যা ভক্তিঃ সা নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য লক্ষণং ইত্যর্থঃ॥ ১১॥ ১২॥

আমার গুণ (সত্যসঙ্কল্লাদি) সকলের শ্রবণমাত্রেই সমস্ত জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আমাতে সমুদ্রে গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে চিত্তের গতি (বৃত্তি) অর্থাৎ ধ্যেয়াকার ধারণ, যে ভক্তিটী হেতু রহিত (ফল সঙ্কল্প বর্জ্জিত) যাহা অব্যবহিত অর্থাৎ ভেদজ্ঞান বিহীন, সেইটী নির্গুণ ভক্তি-যোগের লক্ষণ॥ ১১॥ ১২॥

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ ১৩॥

ভক্তানাং নিষ্কামতাং কৈমুতিকন্যায়েনাহ সালোক্যেতি, জনাঃ মমাত্যন্তিকভক্তাঃ মৎসেবনং বিনা মমারাধনং বিনা সালোক্যাদি দীয়মান মপ্যুত অর্প্যমাণ মপি কেনচিৎ ন গৃহ্লন্তি, সালোক্যাদিষু মৎসেবনাসম্ভবাৎ দীয়মানমপি তৎ ন স্বীকুর্ব্বন্তি, তৎকামনা তু প্রাগেব নিরস্তা। তত্র সালোক্যং নাম একস্মিন্

সালোক্যাদি কামনা করেনা বলায় বিষয়ভোগে সর্ব্বথা বিমুখ একথা অবশ্যই বুঝিতে হইবে, সুতরাং উক্তবিধ ভক্ত সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম। উপাস্যের সহিত সমান লোকে বাস করা সালোক্য, সমানৈশ্বর্য্য সার্ষ্টি, নিকটে অবস্থান সামীপ্য, সমানরূপ (চতুর্ভুজাদি) ধারণ সারূপ্য, এক শরীরে অবস্থান সাযুজ্য, এইগুলিকে অপর মুক্তি বলে, স্বর্গাদির ন্যায় সালোক্যাদিও ক্ষয়শীল বলিয়া বিরক্ত যোগী উহার কামনা করেন না, তাঁহারা নির্ব্বাণ মুক্তিরই কামনা করিয়া থাকেন॥ ১৩॥

লোকে বাসঃ, সার্ষ্টিঃ সমানৈশ্বর্য্যং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং, সারূপ্যং সমানরূপতা, একত্বং সাযুজ্যং তচ্ছরীরেঽবস্থানং ॥ ১৩ ॥

উক্তবিধ ভক্তজন আমার সেবা ব্যতিরেকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য বা একত্ব (সাযুজ্য) এই সমস্তকে কেহ দিলেও গ্রহণ করে না ॥ ১৩ ॥

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিক্রম্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

নন্থ সালোক্যাদৌ ন চেৎ কামনা কিমিতি তর্হি ভজন্তে? ইত্যতঃ ভক্তেরেব পরমফলত্বমিত্যাহ স এবেতি যেন ত্রিগুণান্ ত্রীন্ গুণান্ সত্বাদীন্ প্রকৃতিমিত্যর্থঃ অতিক্রম্য অতিব্রজ্য প্রকৃতি পর্য্যন্তেষু জড়বর্গেষু অত্যন্তং বিরক্তঃ মদ্ভাবায় মৎস্বরূপপ্রাপ্তয়ে উপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি, স এব আত্যন্তিকঃ অতিশয়ঃ ভক্তি-যোগাখ্য উদাহৃতঃ কথিতঃ। সালোক্যাদি তু ত্রৈগুণ্যান্তর্বর্ত্তি এব, অতঃ তানি বিহায় সচ্চিদানন্দপরব্রহ্মরূপো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

যাহা দ্বারা গুণত্রয় (মায়া) অতিক্রম করিয়া আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বথা মুক্ত হয় সেইটাই আত্যন্তিক ভক্তি যোগ ॥ ১৪ ॥

গুণত্রয়ের অতিক্রম বলায় সালোক্যাদিতে বৈরাগ্য আপনা হইতেই বলা হইয়াছে, কারণ সালোক্যাদিও ত্রৈগুণ্য মধ্যবর্ত্তী, সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে সমস্তই গুণত্রয়ের অন্তর্গত। সালোক্যাদিতে কামনা না থাকিলে কিজন্য ভজনা করে? এরূপ আশঙ্কা হইবে না, কারণ ভক্তিই পরম প্রয়োজন, অর্থাৎ ভক্তি করাই পরম আনন্দ ॥ ১৪ ॥

নিষেবিতা-নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন না তিহিংস্রেণ নিত্যশঃ ॥১৫॥

আত্যন্তিকভক্তেঃ সাধনান্যাহ, নিষেবিতা-নিমিত্তেন, নিতরাং সেবিতেন সম্যগনুষ্ঠিতেন, অনিমিত্তেন ফলকামনারহিতেন, স্বধর্ম্মেণ স্বকীয়েন ধর্ম্মেণ নিত্যনৈমিত্তিকেন, মহীয়সা মহত্তরেণ শ্রদ্ধাদিযুক্তেন, শস্তেন প্রশস্তেন না তিহিংস্রেণ পরপীড়াদি-রহিতেন নিত্যশঃ প্রতিদিনং ক্রিয়াযোগেন পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তপূজা-প্রকারেণ ॥ ১৫ ॥

আত্যন্তিক ভক্তির উপায় বলিতেছেন, অনিমিত্ত ভাবে নিষেবিত অর্থাৎ ফলকামনা না করিয়া সম্যক্‌ অনুষ্ঠিত, নিত্য নৈমিত্তিক স্বকীয় ধর্ম্ম, মহত্তর অর্থাৎ শ্রদ্ধাদি সহকৃত, প্রশস্ত, হিংসা-রহিত প্রত্যহ ক্রিয়াযোগ অর্থাৎ পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে উক্ত পূজা দ্বারা ॥ ১৫ ॥

মদ্ধিষ্ণ্য-দর্শন-স্পর্শ-পূজা-স্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ ॥ ১৬ ॥

মদ্ধিষ্ণ্যং মৎস্থানং মৎপ্রতিমাদি তস্য দর্শনাদিভিঃ, ভূতেষু প্রাণিষু মদ্ভাবনয়া অন্তর্যামিতয়া ঈশ্বরোঽবতিষ্ঠতে ইতি চিন্তনেন, সত্ত্বেন ধৈর্য্যেণ, অসঙ্গমেন বৈরাগ্যেণ দুর্জ্জন-সঙ্গ-রাহিত্যেন বা ॥ ১৬॥

আমার প্রতিমাদি অধিষ্ঠান স্থানের দর্শন, স্পর্শ, পূজা, স্তব ও অভিবন্দন, সমস্ত প্রাণীতে অন্তর্যামীরূপে ঈশ্বর আছেন এইরূপ চিন্তা, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য অথবা অসৎসঙ্গ পরিহার দ্বারা ॥ ১৬ ॥

মহতাং বহুমানেন দীনানা মনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ ॥ ১৭ ॥

মহতাং শ্রেষ্ঠমানাং বহুমানেন পূজনেন, দীনানাং স্বাধমানাং অনুকম্পয়া দয়য়া, আত্মতুল্যেষু চ স্বসদৃশেষু চ মৈত্র্যা মিত্রভাবেন, যমেন যোগশাস্ত্রোক্তেন অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহরূপেণ, নিয়মেন চ শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানরূপেণ চ ॥ ১৭ ॥

আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বহুমান করা, দরিদ্র গণের প্রতি দয়া করা, আপনার তুল্য ব্যক্তিতে সৌহার্দ্দ এবং পূর্ব্বোক্ত যম নিয়ম দ্বারা ॥ ১৭ ॥

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণা ন্নামসঙ্কীর্ত্তনা চ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা ॥ ১৮ ॥

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণাৎ আধ্যাত্মিকানাং বেদান্তাদিশাস্ত্রাণাং অনুশ্রবণাৎ প্রতিদিনমধ্যয়নাৎ, মে নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ হরিবিষ্ণু-প্রভৃতিনাম্নাং উচ্চৈঃ গানাৎ, আর্জ্জবেন ঋজুতয়া সারল্যেন, আর্য্যসঙ্গেন সাধুসেবয়া তথা নিরহংক্রিয়য়া অভিমানরাহি-ত্যেন ॥ ১৮ ॥

প্রতি দিন বেদান্তাদি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অধ্যয়ন, হরি বিষ্ণু প্রভৃতি নাম সঙ্কীর্ত্তন, সরলতা, সাধুসঙ্গ, ও অভিমান পরিত্যাগ দ্বারা ॥ ১৮ ॥

কেবল যম ও নিয়মের উল্লেখ হইয়াছে, কিন্তু আসনাদিও জানিতে হইবে, অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ-যোগেরই অনুষ্ঠান বুঝিতে হইবে। অষ্টাঙ্গযোগের বিবরণ অধ্যাত্মরামায়ণ অংশে লেখা হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

মদ্ধর্ম্মণো গুণৈ রেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাং ॥১৯॥

এতৈঃ পূর্ব্বোক্তৈর্গুণৈঃ মদ্ধর্মণো ময়ি ধর্ম্মো যস্য বহুব্রীহৌ ধর্ম্মাদন্, তস্য মম ধর্ম্মানুষ্ঠাতুঃ পুরুষস্য আশয়ঃ চিত্তং পরিসংশুদ্ধঃ অতি নির্ম্মলঃ সন্ শ্রুতমাত্রা গুণা যস্য তং মাং অঞ্জসা শীঘ্রং অভ্যেতি হি লভতে এব. মদগুণ-শ্রবণমাত্রেণ মাং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আমাতে যাঁহার ধর্ম্ম (ভক্তি) আছে এরূপ পুরুষের পূর্ব্বোক্ত গুণসকলের দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই আমাকে পাইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

যথা বাত-রথো ঘ্রাণ মাবৃঙ্ক্তে গন্ধ আশয়াৎ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ ॥ ২০ ॥

প্রযত্নং বিনৈব প্রাপ্তৌ দৃষ্টান্তমাহ যথেতি, বাতরথঃ বাতঃ বায়ুরেব রথঃ প্রাপকো যস্য সঃ বায়ুচালিত ইত্যর্থঃ, গন্ধঃ আশয়াৎ আধারাৎ পুষ্পাদেঃ যথা ঘ্রাণং নাসিকাং আবৃঙ্ক্তে আবৃণোতি বশীকরোতি, এবং উক্তপ্রকারেণ যোগরতং সমাধিনিষ্ঠং, অতএব অবিকারি সমং সুখদুঃখয়োরেকরূপং চেতঃ আত্মানং পরমেশ্বরং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, বায়ুঃ গন্ধং ঘ্রাণমিব যোগঃ

চিরকাল ঈশ্বরের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়াও কাহার চিত্ত গলিত হয় না (পাষাণে নাস্তি কর্দ্দমঃ) কাহার বা শ্রবণ মাত্রেই চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, চিত্তপ্রসাদ না জন্মিলে ভক্তি হয় না, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে শ্রবণ মাত্রেই ঈশ্বরে ভক্তির উদ্রেক হয় ॥ ১৯ ॥

চেতঃ আত্মানং প্রাপয়তীতি ভাবঃ, যৎ চেতঃ অবিকারি ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

গন্ধ যেমন বায়ু সহকারে আপন আধার পুষ্পাদি হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে, তদ্রূপ যোগাভ্যাস দ্বারা যে চিত্ত বিকার রহিত (সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে অবস্থিত) হয়, উহা আত্মাকে পায়, আত্মার স্বরূপ গ্রহণে সমর্থ হয় ॥ ২০ ॥

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাঽবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং ॥ ২১ ॥

সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্ট্যৈব চিত্তশুদ্ধির্ভবতীতি বক্তুং কেবলং প্রতিমাদিনিষ্ঠাং নিন্দন্নাহ অহমিতি, ভূতাত্মা ভূতানি জীবাঃ আত্মা স্বরূপং যস্য ভূতানাং আত্মা বা অহং সদা সর্ব্বেষু ভূতেষু প্রাণিষু অবস্থিতঃ অন্তর্য্যামিতয়া বর্ত্তমানঃ, মর্ত্ত্যঃ লোকঃ তং মাং অবজ্ঞায় অজ্ঞাত্বা অর্চ্চা-বিড়ম্বনং অর্চ্চা প্রতিমা এব বিডম্বনং অনুকরণং কুরুতে, অর্চ্চায়াং এব স্থিতঃ, নান্যত্রেতি মন্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জীবগণের আত্মাস্বরূপ আমি সমস্তপ্রাণীতে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছি, অবোধ মনুষ্যগণ তাহা না জানিয়া কেবল প্রতিমাতে আমার অনুকরণ করে, অর্থাৎ কেবল প্রতিমাই আমার মূর্ত্তিঃ, অপর কিছু নহে এরূপ বোধ করে ॥ ২১ ॥

উপাস্যদেব কেবল প্রতিমাতে আছেন, অন্যত্র নাই, এরূপ ভাবা উচিত নহে, তিনি সমভাবে সর্ব্বত্রই বিরাজিত। যে কোনও আলম্বনে উপাসনা করিলে ফল সিদ্ধি হয় না, এরূপ বলা যায় না, "যথাভিমত-ধ্যানাদ্বা" পাতঞ্জলসূত্র, যে কোন বিষয়কে অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থির করিতে পারিলেই ফল হয়। বিশেষ, এই শাস্ত্রোক্ত মূর্ত্তিতে শীঘ্র ফল হয়, ভক্তির উদ্রেক হয়, অন্যত্র সেরূপ হয় না ॥ ২১ ॥

যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মান মীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ ॥২২

যো জনঃ সর্ব্বভূতেষু নিখিলপ্রাণিষু ক্ষিত্যাদিষু বা সন্তং তিষ্ঠন্তং ঈশ্বরং আত্মানং মাং হিত্বা উপেক্ষ্য মৌঢ্যাৎমোহাৎ অর্চ্চাং প্রতিমাং ভজতে সেবতে, স ভস্মন্যেব জুহোতি, বৃথৈব তস্য পূজনম্। অত্রৈব মূর্ত্তৌ বর্ত্ততে নান্যত্রেতি বুদ্ধিঃ কদাপি ন কর্ত্তব্যা ॥ ২২ ॥

যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীতে অবস্থিত পরমাত্মা পরমেশ্বর আমার উক্তভাব উপেক্ষা করিয়া মোহবশতঃ কেবল প্রতিমাতে আমার পূজা করেন, তাঁহার সেই পূজা ভস্মে আহুতির ন্যায় বিফল ॥২২॥

দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৩ ॥

মানিনঃ অহঙ্কারবতঃ শরীরাদিষু আত্মদর্শিনঃ, অত এব ভিন্নদর্শিনঃ শত্রুমিত্রাদিভেদজ্ঞানবতঃ, অতএব পরকায়ে অন্যদেহে মাং দ্বিষতঃ ভূতদ্বেষ এব সর্ব্বভূতাত্মনো মম দ্বেষ ইতি ভূতেষু প্রাণিষু বদ্ধবৈরস্য সঞ্জাতশত্রুতাকস্য জনস্য মনঃ শান্তিং ন ঋচ্ছতি, স্থৈর্য্যং নোপলভতে ॥ ২৩ ॥

যে ব্যক্তি অভিমানী অর্থাৎ দেহাদিতে যাঁহার আত্মজ্ঞান

প্রতিমা পূজার নিন্দা করা যাইতেছে এরূপ ভাবা উচিত নহে, পরমেশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন, সর্ব্বদা এই ভাব মনে করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বর কেবল প্রতিমাতেই আছেন এরূপ ভাবিলে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করা হয়, তাঁহার স্বরূপ অন্যরূপে পরিণত করা হয় ॥ ২২ ॥

ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন, তিনি সর্ব্বাত্মক, পরের শরীরও তাঁহারই, সুতরাং পরদেহে দ্বেষ করিলে ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করা হয় ॥ ২৩ ॥

আছে, যে পরকীয় শরীরে আমার দ্বেষ করে, যে ব্যক্তি সমস্ত প্রাণীতে শত্রুতা জ্ঞান করে, তাহার মন শান্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥

অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়াহনঘে।
নৈব তুষ্যেহর্চ্চিতোহর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥২৪॥

ফলিতমাহ, হে অনঘে নিষ্পাপে ভূতগ্রামাবমানিনঃ ভূতগ্রামান্ জীবনিবহান্ অবমন্যতে দ্বেষ্টি ইতি তথোক্তস্য জনস্য উচ্চাবচৈঃ অল্পৈ রধিকৈ র্বা দ্রব্যৈঃ উৎপন্নয়া ক্রিয়য়া অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং. অর্চ্চিতঃ, পূজিতঃ অহং নৈব তুষ্যে সন্তুষ্টো ন ভবামি। ২৪।

হে নিষ্পাপে! জীবসকলের প্রতি বিদ্বেষ করে এমত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অল্পবিস্তর দ্রব্যদ্বারা সম্পাদিত ক্রিয়া দ্বারা প্রতিমাদিতে আমি পূজিত হইয়াও সন্তুষ্ট হই না। জীবের হিংসা করিয়া আমার পূজা করিলে কোন ফল হয় না। ২৪।

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং ॥ ২৫ ॥

প্রতিমা-পূজাবধিমাহ, স্বকর্ম্মকৃৎ তত্তদ্বর্ণাশ্রমোচিতনিত্য-

"বাহ্যপূজা ধমা ধমা" ইত্যত্রই বহির্যাগাদি অপেক্ষা অন্তর্যাগাদিরই প্রশংসা দেখা যায়, কিন্তু নিরালম্বনে কেবল্ মানসক্রিয়ার অধিকারী প্রায়শঃই নহে, তাই সাধারণের নিমিত্ত, বহিঃ পূজাদিরই ব্যবস্থা আছে। অনেকে আপনাকে উচ্চ অধিকারী জ্ঞানে বহিঃপূজাদির প্রতি অনাদর করেন, যদি তাঁহারা হৃৎপদ্মে উপাস্যদেবকে স্থাপিত করিতে সমর্থ হয়েন ভালই, নতুবা "ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্টঃ" তাহাদের কোন দিকেই সুবিধা নহে। ২৫।

নৈমিত্তিকাদি অনুতিষ্ঠন্ জনঃ ঈশ্বরং মাং যাবৎ তৎকাল-পর্য্যন্তং অর্চ্চাদৌ প্রতিমাদৌ অর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ, যাবৎ সর্ব্বভূতেষু অবস্থিতং মাং স্বহৃদি স্বান্তঃকরণে ন বেদ ন জানাতি· হৃদয়ে এব লাভসম্ভবে কিং মন্দিরানুসন্ধানেনেতি ভাবঃ। ২৫।

নিত্য নৈমিত্তিকাদি বর্ণাশ্রমোচিত স্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করতঃ মানবগণ যে কাল পর্য্যন্ত সমস্ত জীবে বর্ত্তমান পরমেশ্বর আমাকে আপনার হৃদয়ে দর্শন করিতে না পারে সেই কাল পর্য্যন্ত প্রতি-মাদিতে আমার পূজা করিয়া থাকে। ২৫।

আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরং।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যু র্বিদধে ভয়মুল্বনং॥ ২৬॥

যো মূঢ়ো জনঃ আত্মনশ্চ স্বস্য চ, পরস্যাপি ইতরস্যাপি অন্তরা মধ্যে উদরং অল্পমপি ভেদং কুরুতে, ভিন্নদৃশঃ স্বপরভেদদর্শিনঃ তস্য মৃত্যুঃ সংহর্ত্তা অহং উল্বনং ভয়ং অত্যন্তং ভয়ং প্রতিভয়ং বিদধে করোমি। ২৬।

যে ব্যক্তি নিজ ও অপরের মধ্যে অতি সামান্যমাত্রও ভেদ জ্ঞান করে, অর্থাৎ নিজের ন্যায় ঠিক্ অপরকে দেখিতে পারে না, মৃত্যু ভিন্নদর্শী সেই ব্যক্তির অত্যন্ত ভয় উৎপন্ন করেন, অর্থাৎ সেই ব্যক্তি নিজেই নিজের বিনাশের কারণ হয়। ২৬।

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ং।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাহভিন্নেন চক্ষুষা॥২৭॥

অথ অতঃ কারণাৎ ভেদদর্শনে অত্যন্তভয়সম্ভবাৎ সর্ব্বভূতেষু সকলপ্রাণিষু কৃতালয়ং কৃতাবাসং ভূতাত্মানং ভূতানাং জীবানাং আত্মানং অন্তর্য্যামিনং মাং, অভিন্নেন চক্ষুষা অভেদজ্ঞানেন

দানমানাভ্যাং দ্রব্যদানেন সম্মানেন মৈত্র্যা বন্ধুত্বেন চ অর্হয়েৎ পূজয়েৎ। অধমেষু দানং উত্তমেষু মানঃ, সমেষু চ মৈত্রীতি বিবেকঃ প্রাগেব দর্শিতঃ। ২৭।

এই নিমিত্ত অর্থাৎ ভেদদর্শনে অত্যন্ত ভয়ের কারণ আছে বলিয়া সমস্ত জীবে অবস্থিত প্রাণী সকলের আত্মস্বরূপ আমাকে, স্নেহ ও অভেদ জ্ঞানে দান ও মান দ্বারা পূজা করিবে। ২৭।

জীবাঃ শ্রেষ্ঠাহ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥ ২৮ ॥

তত্রাপি জীবেষু যথোত্তরং মানাত্যতিশয়ঃ কার্য্য ইতি বক্তুং তেষু তারতম্যমাহ জীবা ইত্যাদিভিঃ। হে শুভে কল্যাণি! অজীবানাং অচেতনেভ্যঃ জীবাঃ চেতনাবন্তঃ শ্রেষ্ঠা হি, ততশ্চেতনাবদ্ভ্যঃ প্রাণভৃতঃ প্রাণবৃত্তিমন্তঃ শ্রেষ্ঠাঃ। ততঃ প্রাণভৃদ্ভ্যঃ সচিত্তাঃ জ্ঞানবন্তঃ প্রবরাঃ। ততঃ সচিত্তেভ্যঃ ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ো ব্যাপারাঃ যেষু তে শ্রেষ্ঠাঃ, তাশ্চ বৃত্তয়ঃ বৃক্ষাদিষ্বপি, যথোক্তং মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে "তস্মাৎ পশ্যন্তি পাদপাঃ, তস্মাৎ জিঘ্রন্তি পাদপাঃ" ইতি। ২৮।

সামান্যভাবে জীবের প্রতি আদর করা কর্ত্তব্য বলা হইয়াছে, সম্প্রতি যথোত্তর জীবগণের উৎকর্ষ দেখান হইতেছে, উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট জীবে উৎকৃষ্টভাবে সমাদর করা। কল্যাণি! অচেতন অপেক্ষা চেতন শ্রেষ্ঠ, চেতনের মধ্যে প্রাণবৃত্তিযুক্ত (যাহাদের

ইন্দ্রিয় বৃত্তি বৃক্ষগণেরও আছে, একথা মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে উক্ত আছে, "পাদপগণ দেখে, গন্ধের অনুভব করে," ইত্যাদি। ২৮।

শ্বাস প্রশ্বাস আছে) শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে চিত্তযুক্ত শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে যাহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ। ২৮।

তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ॥২৯॥

তত্রাপি ইন্দ্রিয়বৃত্তিমৎস্থ স্পর্শবেদিভ্যঃ তরুভ্যো রসবেদিনঃ মৎস্যাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ, তেভ্যো গন্ধবিদঃ ভ্রমরাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ, তেভ্যঃ শব্দবিদঃ সর্পাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ। ২৯।

ইন্দ্রিয়বৃত্তিশালীগণের মধ্যে স্পর্শবেদী তরু হইতে রসবেদী মৎস্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ, রস বেদী হইতে গন্ধবেদী ভ্রমরাদি শ্রেষ্ঠ, গন্ধবেদী হইতে শব্দবেদী সর্পাদি শ্রেষ্ঠ। ২৯।

রূপভেদবিদ স্তত্র তত শ্চোভয়তোদতঃ।
তেষাং বহুপদঃ শ্রেষ্ঠা শ্চতুষ্পাদ স্ততোদ্বিপাৎ॥৩০॥

তত্র রূপভেদবিদঃ কাকাদয়ঃ, ততশ্চ উভয়তঃ দন্তা যেষাং তে বহুব্রীহৌ দন্তস্য দত্রাদেশঃ উত্তরাধর-দন্তযুক্তাঃ, তেষাং বহুপদঃ বহবঃ পাদা যেষাং তে শরভাদয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ, ততশ্চতুষ্পাদঃ গবাদয়ঃ, ততঃ দ্বিপাৎ মনুষ্যঃ বর্ণহীনঃ, উত্তরত্র বর্ণোৎকর্ষোল্লেখাৎ। ৩০।

গন্ধবেদী হইতে রূপভেদজ্ঞ কাকাদি শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে উভয়দিকে দন্তযুক্ত জীব শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে বহুপদশালী শর-

---

উত্তর শ্লোকে বর্ণযুক্ত মনুষ্যের উল্লেখ আছে বলিয়া এস্থলে বর্ণহীন অতি নীচ জাতি মনুষ্য বুঝিতে হইবে। ৩০।

ভাদি শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে চতুষ্পদ গবাদি শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে দ্বিপদ মনুষ্য (বর্ণহীন) শ্রেষ্ঠ। ৩০।

তো বর্ণাশ্চ চত্বার স্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞো হ্যর্থজ্ঞো হ্যভ্যধিক স্ততঃ॥৩১॥

ততো বর্ণহীন-মনুষ্যেভ্যঃ চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য-শূদ্রাঃ শ্রেষ্ঠাঃ, তেষাং চতুর্ণাং বর্ণানাং মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তমঃ, ব্রাহ্মণেষ্বপি বেদজ্ঞঃ কেবলং বেদশব্দজ্ঞাতা, ততঃ বেদশব্দ-জ্ঞাৎ অর্থজ্ঞঃ বেদবিষয়বেত্তা অভ্যধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ॥ ৩১॥

বর্ণহীন মনুষ্য অপেক্ষা ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বর্ণ্য শ্রেষ্ঠ, চাতুর্বর্ণ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ উত্তম, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ (যাঁহারা কেবল বেদের শব্দ জানেন) শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে বেদের অর্থজ্ঞাতা শ্রেষ্ঠ॥ ৩১॥

অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গ স্ততো ভূয়ান্ অদোগ্ধা ধর্ম্ম মাত্মনঃ॥ ৩২॥

অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা সন্দেহনিরাকর্ত্তা মীমাংসকঃ শ্রেষ্ঠঃ, ততঃ অর্থজ্ঞাৎ স্বধর্ম্মকৃৎ স্ববর্ণাশ্রমোচিতনিত্যনৈমিত্তিকাদি-কার্য্যকারী শ্রেষ্ঠঃ, ততঃ মুক্তসঙ্গঃ বিরক্তঃ তস্য লক্ষণং আত্মনঃ স্বস্য ধর্ম্মং অদোগ্ধা নিষ্কাম ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

অর্থজ্ঞ হইতে সংশয়চ্ছেদকারী (যিনি সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পারেন) শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে বর্ণাশ্রমোচিত স্বকীয় ধর্ম্মের অনু-ষ্ঠাতা শ্রেষ্ঠ, উহা হইতে মুক্তসঙ্গ অর্থাৎ বিষয় বিরক্ত শ্রেষ্ঠ, এই বিরক্ত ব্যক্তি নিজের কর্ম্মফল কামনা করেন না অর্থাৎ নিষ্কাম॥ ৩২॥

তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ॥
ন পশ্যামি পরং ভূত মকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ॥ ৩৩॥

তস্মাৎ মুক্তসঙ্গাৎ ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা ময়ি ঈশ্বরে, অর্পিতা অশেষাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ কর্ম্মাণি অর্থাঃ ফলানি আত্মা দেহশ্চ যেন সঃ অতএব নিরন্তরঃ অব্যবহিতঃ ন মনাগপি এবম্ভূতস্য মম চ ব্যবধানমস্তি, আত্মা ন মম, অহঞ্চ তস্যেতি। উৎকর্ষকাষ্ঠামাহ ময্যর্পিতাত্মনঃ ময়ি অর্পিতঃ দত্তঃ আত্মা দেহঃ যেন তস্মাৎ, ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ ফলস্যাপ্যুপলক্ষণং দত্তকর্ম্মফলাদিত্যর্থঃ, অকর্ত্তুঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিতাৎ সমদর্শনাৎ অভেদদৃষ্টেঃ পুংসঃ দিব্যাৎ জনাৎ পরং শ্রেষ্ঠং ভূতং প্রাণিনং ন পশ্যামি॥ ৩৩॥

মুক্তসঙ্গ হইতে যে ব্যক্তি আমাতে সমস্ত ক্রিয়া, ফল ও দেহাদির অর্পণ করিয়াছেন, আমার সহিত যাঁহার অল্পভেদও নাই, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি আমাতে দেহাদির ও কর্ম্মের সংন্যাস করিয়াছে, কর্ত্তৃত্বাভিমানরহিত সমদর্শী সেই ব্যক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ কোন জীবকে দেখা যায় না॥ ৩৩॥

মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ ৩৪॥

উপদেশসারমাহ, ভগবান্ ঈশ্বরঃ জীবকলয়া জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্টঃ অন্তঃস্থিত ইতি হেতোঃ এতানি পরিদৃশ্যমানানি ভূতানি মনসা ভক্তিরসপ্লুতেন চেতসা বহু মানয়ন্ প্রণমেৎ॥ ৩৪॥

ভগবান্ পরমেশ্বর জীবরূপ অংশে প্রবেশ করিয়াছেন জানিয়া অত্যন্ত সমাদরে সমস্ত প্রাণীকে প্রণাম করিবে ॥ ৩৪ ॥

ভক্তিযোগশ্চ যোগশ্চ ময়া মানব্যুদীরিতঃ।
যয়ো রেকতরেণৈব পুরুষঃ পুরুষং ব্রজেৎ ॥ ৩৫ ॥

হে মানবি ! মনো রপত্যং স্ত্রী তস্যাঃ সম্বোধনং সর্ব্বজ্ঞস্য মনো রপত্যত্বকথনেন দেবহুতেঃ উত্তমাধিকারিত্বং সূচিতং, ময়া ভক্তি-যোগঃ ভক্তিরূপো যোগঃ, যোগশ্চ অষ্টাঙ্গযোগশ্চ উদীরিতঃ বর্ণিতঃ পুরুষঃ যয়ো রেকতরেণৈব অন্যতরেণৈব ভক্তিযোগেন অষ্টাঙ্গ-যোগেন বা পুরুষং পরমেশ্বরং ব্রজেৎ প্রাপ্নুয়াৎ মুচ্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

হে মানবি ! আমি ভক্তিযোগ ও অষ্টাঙ্গ যোগ বলিলাম, মানবগণ উহার কোন একটী দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ৩৫ ॥

এতদ্ভগবতো রূপং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
পরং প্রধানপুরুষং দৈবং কর্ম্মবিচেষ্টিতং।
রূপভেদাস্পদং দিব্যং কাল ইত্যভিধীয়তে ॥৩৬॥

যদন্যৎ পৃষ্টং জীবস্য সংসৃতীঃ কালস্য স্বরূপঞ্চ আচক্ষ্বেতি তদাহ এতদিত্যাদিসার্দ্ধেন ভগবতঃ ব্রহ্মণঃ বিষ্ণোঃ সর্ব্বব্যাপিনঃ পর-মাত্মনঃ পরমেশ্বরস্য এতৎ রূপং, কিং তদিত্যত্রাহ প্রধানপুরুষং প্রকৃতিপুরুষাত্মকং পরং তদ্ব্যতিরিক্তঞ্চ মহদাদি, এতদেব দৈব-মিত্যভিধীয়তে, কীদৃশং ? কর্ম্ম-বিচেষ্টিতং কর্ম্মণো বিচেষ্টিতং নানাসংসৃতিলক্ষণং যস্মাৎ তৎ দৈবপ্রেরিতকর্ম্মকৃতাঃ সংসৃতয়ো

বিচিত্রা ইত্যর্থঃ, এতদেব ভগবতো রূপং কাল ইত্যভিধীয়তে, কীদৃশং? রূপভেদাস্পদং রূপভেদস্য বস্তুনা মন্তগান্বস্ত আস্পদং আশ্রয়ঃ কারণং দিব্যং অদ্ভুতপ্রভাবম্ ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বে জীবের সংসার ও কালের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, সার্দ্ধশ্লোক দ্বারা তাহার উত্তর করিতেছেন। ভগবান্ বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের এইটী রূপ অর্থাৎ তাহা হইতে উৎপন্ন, তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে; প্রধান, পুরুষ ও মহদাদি এই সমস্তকে দৈব বলা যায়, দৈবপ্রেরিত হইয়াই নানাবিধ কর্ম্ম-জন্য সংসৃতি অর্থাৎ স্বর্গনরকাদিতে গমন হয়, ভগবানের এই রূপকেই কাল বলা যায়, উহা বস্তু সকলের পরিণামের (রূপ-ভেদের) কারণ, এবং উহা দিব্য অর্থাৎ অদ্ভুত প্রভাব। ৩৬।

ভূতানাং মহদাদীনাং যতো ভিন্নদৃশাং ভয়ং।
যোহন্তঃ প্রবিশ্য ভূতানি ভূতৈরত্ত্যখিলাশ্রয়ঃ।
সবিষ্ণ্বাখ্যোঽধিযজ্ঞোঽসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥ ৩৭

যতঃ যস্মাৎ ভিন্নদৃশাং, ভেদদর্শিনাং মহদাদীনাং তত্তদভি-মানিনাং ভূতানাং প্রাণিনাং ভয়ং ভবতীতি শেষঃ, অখিলাশ্রয়ঃ জগন্নিবাসঃ যঃ অন্তঃ প্রবিশ্য অন্তর্য্যামিতয়া অবস্থায় ভূতৈঃ ভূতানি অত্তি বিনাশয়তি, কলয়তাং সংহর্ত্তৃণাং প্রভুঃ নেতা বিষ্ণ্বাখ্যঃ বিষ্ণুরিত্যাখ্যা সংজ্ঞা যস্য সঃ অসৌ, অধিযজ্ঞঃ যজ্ঞফলদাতা কাল ইত্যভিধীয়তে ইত্যর্থঃ। ৩৭।

ভেদদর্শী মহদাদির অভিমানী জীবগণের যাহা হইতে ভয় হয়, সমস্তের আশ্রয়স্বরূপ যে কালরূপী ঈশ্বর অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে অবস্থান করিয়া একবিধ জীবদ্বারা অন্যবিধ জীবের বিনাশ

সাধন করেন, সহর্ত্তাগণেরও প্রভু বিষ্ণুনামক যজ্ঞফলদাতা সেই পুরুষ কাল নামে কথিত হইয়া থাকেন। ৩৭।

ন চাস্য কশ্চিদ্দয়িতো ন দ্বেষ্যো ন চ বান্ধবঃ।
আবিশত্যপ্রমত্তোঽসৌ প্রমত্তজনমন্তকৃৎ ॥ ৩৮ ॥

অস্য বিষ্ণোঃ কশ্চিৎ দয়িতঃ প্রিয়ঃ ন চ, তথা কশ্চিৎ দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ ন, তথা কশ্চিৎ বান্ধবঃ মিত্রং চ ন। অপ্রমত্তঃ সদা জাগুরুকঃ অন্তকৃৎ বিনাশকঃ অসৌ প্রমত্তজনং আবিশতি বিনাশয়তি অধর্ম্মপরায়ণান্ শাস্তীত্যর্থঃ। ৩৮।

এই বিষ্ণুর কেহ প্রিয়, দ্বেষ্য বা বন্ধু নহে, অন্তকারী ভগবান্ সর্ব্বদা জাগরূক থাকিয়া প্রমত্ত অর্থাৎ অধর্ম্মশীল গণের শাসন করেন। ৩৮।

যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ ॥ ৩৯ ॥

অয়ং বাতঃ পবনঃ যদ্ভয়াৎ বাতি প্রবহতি, যদ্ভয়াৎ সূর্য্যস্তপতি, দেব ইন্দ্রঃ যদ্ভয়াৎ বর্ষতে বৃষ্টিং জনয়তি, যদ্ভয়াৎ ভগণঃ নক্ষত্র-সমূহঃ ভাতি প্রকাশতে। ৩৯।

যাঁহার ভয়ে বায়ু সর্ব্বদা প্রবাহিত হয়েন, সূর্য্য দেব যাঁহার ভয়ে তাপ প্রদান করেন, যাঁহার ভয়ে ইন্দ্রদেব বারি বর্ষণ করেন, নক্ষত্রগণ যাঁহার ভয়ে (যথা নিয়মে) প্রকাশিত হয়েন। ৩৯।

যদ্বনস্পতয়ো ভীতা লতাশ্চৌষধিভিঃ সহ।
স্বে স্বে কালেঽভিগৃহ্ণন্তি পুষ্পাণি চ ফলানি চ ॥ ৪০

বনস্পতয়ো বৃক্ষাঃ ওষধিভিঃ ফলপাকান্তৈঃ ধান্যাদিভিঃ সহ,

লতাশ্চ যদ্ যস্মাদ্ভীতাঃ স্বে স্বে কালে যথর্ত্তু পুষ্পানি চ ফলানি চ অভিগৃহ্নন্তি প্রসুবতে। ৪০।

বৃক্ষ, লতা ও ওষধি (ফল পাকিলে যাহারা বিনষ্ট হয়) ইহারা যাঁহার ভয়ে স্বস্ব কালে (যথা ঋতুতে) পুষ্প ও ফল প্রসব করে॥ ৪০॥

স্রবন্তি সরিতো ভীতা নোৎসর্পত্যুদধির্যতঃ।
অগ্নিরিন্ধে স গিরিভির্ভূর্ন মজ্জতি যদ্ভয়াৎ॥ ৪১॥

যতঃ ভীতাঃ সরিতো নদ্যঃ স্রবন্তি স্যন্দন্তে, উদধিঃ সমুদ্রো যতো ভীতঃ নোৎসর্পতি বেলামতিক্রম্য ন গচ্ছতি, সঃ অগ্নির্যতো ভীতঃ ইন্ধে জ্বলতি, গিরিভিঃ পর্ব্বতৈঃ সহ ভূঃ পৃথ্বী ন মজ্জতি ন মগ্না ভবতি জলে ইতি শেষঃ॥ ৪১॥

যাঁহার ভয়ে নদী সকল প্রবাহিত হয়, সমুদ্র যাঁহার ভয়ে তীর অতিক্রম করিয়া দেশ প্লাবিত করে না, যাঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, এবং পর্ব্বতগণের সহিত পৃথিবী যাঁহার ভয়ে জলে মগ্ন হয় না॥ ৪১॥

অদো দদাতি শ্বসতাং পদং যন্নিয়মান্নভঃ।
লোকং স্বদেহং তনুতে মহান্ সপ্তভিরাবৃতং॥ ৪২॥

অদঃ নভঃ আকাশঃ যন্নিয়মাৎ যচ্ছাসনাৎ শ্বসতাং প্রাণিনাং পদং বিহারমার্গং দদাতি। মহান্ মহত্তত্ত্বং যন্নিয়মাৎ সপ্তভির্ভূরাদিভি রাবৃতং স্বদেহং স্বশরীরং লোকং তনুতে ভূরাদিসপ্তলোকত্বেন বিস্তারয়তি। ৪২।

কার্য্যরূপের প্রকাশ হইলে কারণ রূপটী যেন আবৃত হইয়া যায়, মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি উৎপন্ন হইলে তখন ঘটাদি নামেই ব্যবহার হয়, কেবল

যাঁহার শাসনে আকাশ প্রাণিগণের অবকাশ প্রদান করে, মহত্তত্ত্ব (তদভিমানী দেব) যাঁহার ভয়ে আপনার দেহকে ভূরাদি সপ্তলোক রূপে পরিণত করে। ৪২।

গুণাভিমানিনো দেবাঃ সর্গাদিষ্বস্য যদ্ভয়াৎ।
বর্ত্তন্তেঽনুযুগং যেষাং বশ এতচ্চরাচরং ॥ ৪৩ ॥

গুণাভিমানিনঃ গুণেষু রজ আদিষু অভিমানিনঃ অভেদ-জ্ঞানবন্তঃ গুণনিয়ন্তারো দেবাঃ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ যদ্ভয়াৎ অনুযুগং প্রতিযুগং অস্য জগতঃ সর্গাদিষু সৃষ্টিস্থিতপ্রলয়েষু বর্ত্তন্তে সৃষ্ট্যাদিকং কুর্ব্বন্তি, যেষাং বশে এতচ্চরাচরং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ বর্ত্ততে ইতি সম্বন্ধঃ। ৪৩।

এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড যাঁহাদের অধীনে আছে, রজ আদি গুণাভিমানী সেই দেবগণ ব্রহ্মাদিও যাঁহার ভয়ে প্রতিযুগে জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে নিযুক্ত হয়েন। ৪৩।

সোঽনন্তোঽন্তকরঃ কালোঽনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ।
জনং জনেন জনয়ন্ মারয় মৃত্যুনান্তকং ॥ ৪৪ ॥

জনেন পিত্রাদিনা জনং পুত্রাদিকং জনয়ন্ স আদিকৃৎ, স্বয়ঞ্চ অনাদিঃ, তথা মৃত্যুনা অন্তকং সর্ব্বসংহর্ত্তারং যমমপি মারয়ন্ বিনাশয়ন্ সঃ অন্তকরঃ অন্তকৃৎ, স্বয়ঞ্চ অনন্তঃ ন বিদ্যতে অন্তো

মৃত্তিকা বলে না। ভূরাদি সপ্তলোক রূপে মহত্তত্ত্বের পরিণাম হইলে তখন সেই ভূরাদি নামেই ব্যবহার হয়, মহত্তত্ত্বের স্বরূপ যেন ঢাকা পড়ে, তাই বলা হইয়াছে "সপ্তভিরাবৃতং"। সপ্ত শব্দে কেবল ভূরাদি সপ্তলোক নহে, অতল বিতলাদি সপ্ত পাতাল অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড বুঝিতে হইবে। ৪২।

বিনাশো যস্য, অব্যয়ঃ নব্যেতি বিবিধরূপমেতীতি সদা একরূপঃ স ঈশ্বরঃ কাল ইত্যভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে কাপিল-ভক্তিযোগঃ।

হরিঃ ওম্।

পিত্রাদি জনের দ্বারা পুত্রাদিকে জন্মাইয়া সেই ঈশ্বর আদি-কৃৎ অর্থাৎ উৎপাদক হয়েন, তাঁহার আদি নাই, মৃত্যু দ্বারা সর্ব্ব সংহর্ত্তা যমকেও বিনষ্ট করাইয়া তিনি অন্তকারী হয়েন, তিনি স্বয়ং অনন্ত অর্থাৎ অবিনাশী। সেই ঈশ্বর অব্যয় অর্থাৎ বিবিধ রূপ ধারণ করেন না, তাঁহার বিকার নাই, সর্ব্বদা একরূপ। উক্তবিধ ঈশ্বরকেই কাল বলা যাইয়া থাকে ॥ ৪৪

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে কাপিল ভক্তিযোগ সমাপ্ত।

শিবম্।

দেবীভাগবতে

দেবীগীতায়াং

ভক্তিযোগঃ।

হিমালয় উবাচ।

স্বীয়াং ভক্তিং বদস্বাম্ব ! যেন জ্ঞানং সুখেন হি।
জায়েত মনুজস্যাস্য মধ্যমস্যাবিরাগিনঃ ॥ ১ ॥

প্রণম্য পরমেশানীং শ্রীপূর্ণচন্দ্রশর্ম্মণা।
স্বরূপং ভক্তিযোগস্য বর্ণ্যতে ভাবশুদ্ধয়ে ॥

অম্ব হে মাতঃ ! যেন উপায়ভূতেন অবিরাগিনঃ পরবৈরাগ্য-রহিতস্য মধ্যমস্য মধ্যমাধিকারিণঃ অস্য মনুজস্য সুখেন অনা-য়াসেন জ্ঞানং পরমাত্মসাক্ষাৎকারো জায়েত, তাং স্বীয়াং স্ববিষয়াং ভক্তিং অনুরক্তিং বদস্ব বর্ণয় ॥ ১ ॥

মা ! যে উপায়ের দ্বারা অল্প বৈরাগ্যযুক্ত মধ্যম অধিকারী

---

* বৈরাগ্য দুই প্রকার, পর বৈরাগ্য ও অপর বৈরাগ্য, ঐহিক পার-লৌকিক বিষয়ে দোষ দর্শনে তাহাতে আসক্তি রহিত হওয়াকে অপর বৈরাগ্য বলে, পুরুষের দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে গুণত্রয়েও বিরক্তিকে পর বৈরাগ্য বলে ॥ ১ ॥

মানবের সুখে আত্মজ্ঞান জন্মে স্বকীয় সেই ভক্তি অর্থাৎ যেরূপ ভক্তিসহকারে তোমাকে পাওয়া যায়, তাহা প্রকাশ করিয়া বর্ণন কর ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ॥ ২ ॥

হে সত্তম সাধুপ্রবর, নগাধিপ পর্ব্বতরাজ! মোক্ষপ্রাপ্তৌ মুক্তিলাভে মে মম ত্রয়ো মার্গাঃ পন্থানঃ উপায়া ইত্যর্থঃ বিখ্যাতাঃ প্রসিদ্ধাঃ, কে তে ত্রয়? ইত্যত্রাহ কর্ম্মযোগঃ, জ্ঞানযোগঃ ভক্তি-যোগঃ (উপাসনা) চেতি। তত্র জ্ঞানযোগঃ সাক্ষান্মোক্ষসাধনং ইতরৌ তু জ্ঞানদ্বারেতি বিবেকঃ ॥ ২ ॥

হে সাধুশ্রেষ্ঠ পর্ব্বত-রাজ! মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে আমার তিনটী উপায় আছে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ॥ ২ ॥

ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কর্ত্তুং শক্যোঽস্তি সর্ব্বদা।
সুলভত্বা মানসত্বাৎ কায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ ॥ ৩ ॥

ত্রয়াণামপি পূর্ব্বোক্তানাং মার্গাণাং মধ্যে অয়ং ভক্তিযোগঃ সুলভত্বাৎ অন্যাপেক্ষয়া অনায়াসসাধ্যত্বাৎ, মানসত্বাৎ মনো-মাত্রানুষ্ঠেয়ত্বাৎ, কায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ শরীরব্যাপারং চিত্তোদ্বেগং আদিপদাৎ বিত্তব্যয়ক্লেশান্তরেণ সম্পাদ্যত্বাৎ সর্ব্বদা কর্ত্তুং যোগ্যঃ

---

* সাক্ষাৎ ভাবে জ্ঞানযোগই মোক্ষের কারণ; কর্ম্ম ও ভক্তি যোগ জ্ঞান জন্মাইয়া তদ্দ্বারা মোক্ষের কারণ হয় ॥ ২ ॥

শক্যঃ অস্তি ভবতি। ভক্তিযোগস্য মানসত্বেঽপি ন তত্র চিত্তপীড়নং, অপিতু সুখসন্ততি রিত্যত্র ভক্তজনানুভব এব প্রমাণম্ ॥ ৩ ॥

এই তিনটীর মধ্যে ভক্তিযোগই সর্ব্বদা অনুষ্ঠানের যোগ্য, কারণ উহা কেবল মানস সাধ্য, উহাতে শরীর, চিত্ত বা ধনাদির পীড়ন নাই, ভক্তিযোগে শারীরিক ক্লেশ বা ধনব্যয় হয় না ॥ ৩ ॥

গুণভেদান্মনুষ্যাণাং সা ভক্তি স্ত্রিবিধা মতা ॥ ৪ ॥

সা পূর্ব্বোক্তা ভক্তিঃ মনুষ্যাণাং গুণভেদাৎ গুণানাং সত্ত্বরজ-স্তমসাং ভেদাৎ পার্থক্যাৎ ত্রিবিধা ত্রিপ্রকারা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

মনুষ্যগণের গুণভেদে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের পার্থক্যে উক্ত ভক্তি তিন প্রকার হইয়া থাকে, সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ॥ ৪ ॥

পর-পীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরং।
মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তো য স্তস্য ভক্তিস্তু তামসী ॥ ৫ ॥

মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তঃ দ্বেষরোষসহিতো যো জনঃ পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য অন্যবিনাশার্থং দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরং শঠতাপূর্ব্বকং মাং ভজতে ইতি শেষঃ, তস্য ভক্তিঃ তামসী তমোগুণোদ্ভবা বিজ্ঞেয়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

দ্বেষ ও ক্রোধযুক্ত যে ব্যক্তি অপরের ক্ষতির উদ্দেশ্যে ছলনা পূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহার ভক্তিকে তামসী ভক্তি বলা যায় ॥ ৫ ॥

---

* মা! শত্রু বিনাশ কর, তোমার পূজা দিব, ইত্যাদি কামনায় অনেকে পূজা করে, ইহা অতি নীচ হৃদয়ের কার্য্য, তাই নিকৃষ্ট গুণ তমের কার্য্য বলা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থ মেব চ।
নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোঽর্থী ভোগলোলুপঃ॥
তত্তৎফলসমাবাপ্ত্যৈ মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ।
ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মা দন্যাং জানাতি পামরঃ।
তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ তু রাজসী॥ ৬॥

রাজসীং ভক্তিমাহ পরপীড়েতি হে নগাধিপ! পর্ব্বতরাজ! যো জনঃ পরপীড়াদিরহিতঃ, পরানিষ্টবর্জ্জিতঃ হৃদয়ে সকামঃ অনুরাগী, যশোঽর্থী কীর্ত্তিকামী, ভোগলোলুপঃ বিষয়রতঃ, তত্তৎফলসমাবাপ্ত্যৈ অভীষ্টলাভায়, অতি-ভক্তিতঃ একান্ত-ভক্ত্যা নিত্যং প্রতিদিনং মাং উপাস্তে সেবতে। কিন্তু ভেদ-বুদ্ধ্যা পার্থক্যজ্ঞানাৎ মাং সর্ব্বাত্মিকাং পরমাত্মরূপিণীং স্বস্মাৎ নিজা দন্যাং ভিন্নাং জানাতি, যতঃ পামরঃ মূঢ়ঃ, তস্য ভক্তিঃ রাজসী রজোগুণসমুদ্ভবা, সমাখ্যাতা কথিতা, তত্ত্বজ্ঞৈরিতি শেষঃ॥ ৬॥

যে ব্যক্তি পরের অনিষ্টকামনা করেন না, নিজের বিষয় ভোগে আসক্ত, যাঁহার হৃদয় কামনা পূর্ণ, যে যশের প্রার্থনা করেন, এইরূপ ব্যক্তি প্রতিদিন নিজের মঙ্গল কামনায় সেই সেই ফলের প্রাপ্তির আশায় অতিভক্তি সহকারে আমার ভজনা করে, ঐ পামর অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তির জীবাত্মা পরমাত্মায় ভেদ জ্ঞান থাকায় আমাকে নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানেন, হে পর্ব্বত-রাজ! উক্ত ব্যক্তির ভক্তিকে রাজসী বলিয়া জানিবে॥ ৬॥

পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ।
বেদোক্তত্বা দবশ্যং তৎ কর্ত্তব্যন্তু ময়ানিশং ॥
ইতিনিশ্চিতবুদ্ধিস্তু ভেদবুদ্ধি মুপাশ্রিতঃ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ সাত্ত্বিকী ॥৭॥

সাত্ত্বিকী মাহ পরমেশেতি, পাপসংক্ষালনায় চিত্তশুদ্ধয়ে, বেদোক্তত্বাৎ শ্রুতিবিহিতত্বাৎ, পরমেশার্পণং ঈশ্বরার্পিতং কর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিকাদিকং ময়া অনিশং প্রতিদিনং কর্ত্তব্যং ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিঃ স্থিরসংকল্পঃ, ভেদবুদ্ধি মুপাশ্রিতঃ জীবেশ্বরভেদ-জ্ঞানবান্ যো জনঃ প্রীতয়ে মৎসন্তোষায় *কর্ম্ম বর্ণাশ্রমোচিতং করোতি, হে নগ! তস্য সা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকী সত্ত্বগুণোদ্ভবা ॥ ৭ ॥

চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বরে অর্পিত কর্ম্ম বেদে উক্ত আছে, অতএব উহা আমার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উপাস্য উপাসকের ভেদ জ্ঞান পূর্ব্বক যে ব্যক্তি আমার প্রীতির নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহার ভক্তিকে সাত্ত্বিকী বলে ॥৭॥

পরভক্তেঃ প্রাপিকেয়ং ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ।
পূর্ব্বপ্রোক্তে হ্যুভে ভক্তী ন পর-প্রাপিকে মতে ॥৮॥

ইয়ং সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ পরভক্তেঃ "সা পরানুরক্তি রীশ্বরে" ইতি লক্ষিতায়াঃ প্রাপিকা সাধিকা, নতু ইয়মেব পরভক্তিঃ, যতঃ ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ উপাস্যোপাসকভেদজ্ঞানাশ্রয়াৎ জাতা,

* তামস ভক্তিতে পরের অনিষ্ট চিন্তা আছে, রাজসে নিজের ঐশ্বর্য্যাদির কামনা আছে, সাত্ত্বিকে স্বার্থ কিছুই নাই, ফল-নিরপেক্ষ হইয়া কেবল কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ॥ ৭ ॥

সত্যেব তু তয়োরভেদজ্ঞানে পরপ্রেমাস্পদীভূতস্য আত্মনোঽভিন্নতয়া উপাস্যেঽপি তথা প্রেমরূপা পরভক্তি র্জায়তে ইতি। পূর্ব্বশ্লোক্তে প্রাগুক্তে উভে ভক্তী তামসী রাজসী চ হি ন পরপ্রাপিকে পরভক্তিসাধিকে মতে অভিপ্রেতে ॥ ৮ ॥

এই সাত্ত্বিকী ভক্তি পরভক্তির সাধিকা অর্থাৎ উক্তরূপ সাত্ত্বিক ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে পরভক্তির উদয় হয়। এই সাত্ত্বিকী ভক্তিই পরভক্তি নহে, কারণ ইহাতে উপাস্য উপাসকের ভেদজ্ঞান থাকে (পরভক্তিতে ভেদ জ্ঞান থাকে না)। পূর্ব্বোক্ত তামস ও রাজস ভক্তি দুইটী পর ভক্তির উপায় নহে ॥৮॥

অধুনা পরভক্তিস্তু প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে।
মদ্‌গুণশ্রবণং নিত্যং মম নামানুকীর্ত্তনং ॥ ৯ ॥

অধুনা সম্প্রতি প্রোচ্যমানাং বর্ণ্যমানাং মে পরভক্তিং নিবোধ অবগচ্ছ শৃণু ইতি শেষঃ। নিত্যং সর্ব্বদা মদ্‌গুণশ্রবণং মম কল্যাণগুণানাং শ্রবণং, মম নামানুকীর্ত্তনং মন্নামোচ্চারণম্ ॥ ৯ ॥

পরভক্তি কি? তাহা সম্প্রতি বলা যাইতেছে, শ্রবণ কর, সর্ব্বদা আমার গুণ শ্রবণ ও আমার নামকীর্ত্তন করা ॥ ৯ ॥

কল্যাণ-গুণ-রত্নানা মাকরায়াং ময়ি স্থিরং।
চেতসো বর্ত্তনং চৈব তৈলধারাসমং সদা ॥ ১০ ॥

কল্যাণগুণরত্নানাং মঙ্গলরূপাণাং গুণশ্রেষ্ঠানাং সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং আকরায়াং খনৌ আধারায়াং ময়ি তৈলধারাসমং তৈলপ্রবাহতুল্যং অবিচ্ছেদেনেত্যর্থঃ সদা স্থিরং নিশ্চলং যথা,

তথা চেতসো বর্ত্তনং বৃত্তিশ্চেতি, বিষয়ান্তররাহিত্যেন ময্যেব চিত্তবৃত্তি রিত্যর্থঃ॥ ১০॥

মঙ্গলময় গুণ সকলের আশ্রয় আমাতে তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থির রূপে সর্ব্বদা চিত্তের অবস্থান, অর্থাৎ ধ্যান করা॥ ১০॥

হেতুস্তু তত্র কো বাপি ন কদাচি দ্ভবেদপি।
সামীপ্যসার্ষ্টিসাযুজ্যসালোক্যানাং নচেষণা॥১১॥

তত্র পূর্ব্বোক্তধ্যানে কদাচিদপি কোঽপি বা হেতুঃ কারণং ফলাভিসন্ধি র্ন ভবতি, কেবলং মৎপ্রীত্যর্থং পরমানুরাগেণৈব মচ্চিন্তনম্। সামীপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য-সালোক্যানাং সামীপ্যস্য উপাস্য-সমীপেঽবস্থানস্য, সার্ষ্টেঃ তত্তুল্যবিভূতেঃ, সাযুজ্যস্য তচ্ছরীরে যোগস্য সহাবস্থানস্য, সালোক্যস্য তল্লোকবসতেশ্চ ঈষণা কামনা ন চ নাস্তি॥ ১১॥

পূর্ব্বোক্ত ধ্যানে কোন রূপ হেতু অর্থাৎ ফল কামনা থাকে না, উহাতে সামীপ্যাদি লাভের কোন চেষ্টা থাকে না। উপাস্য সমীপে অবস্থানকে সামীপ্য বলে, উপাস্যের বিভূতির ন্যায় বিভূতিলাভকে সার্ষ্টি বলে, উপাস্যের শরীরে অবস্থানকে সাযুজ্য বলে, উপাস্য লোকে (বৈকুণ্ঠাদিতে) বসতির নাম সালোক্য॥ ১১॥

মৎসেবাতোঽধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ।
সেব্যসেবকতাভাবা ত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি॥ ১২॥

মৎসেবাতঃ মদুপাসনাতঃ অধিকং পরং কিঞ্চিৎ কর্হিচিৎ

কদাচিৎ নৈব জানাতি মন্যতে। তত্র সেবায়াং সেব্য-সেবকতা-ভাবাৎ সেবা-সেবক-ভাবং বিহায় (ল্যবোপে পঞ্চমী) মোক্ষং মুক্তিং ন বাঞ্ছতি ন যাচতে ॥ ১২ ॥

আমার সেবা অপেক্ষা কিছুই উৎকৃষ্ট বোধ করে না। সেব্য সেবক ভাব পরিত্যাগ করিয়া মুক্তিরও ইচ্ছা করে না ॥ ১২ ॥

পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্ যো হ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদেনৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ ॥ ১৩ ॥

যো হি ভক্তঃ অতন্দ্রিতঃ অপ্রমত্তঃ সন্ পরানুরক্ত্যা পরমানুরাগেণ মামেব পরমাত্মরূপিণীং চিন্তয়েৎ ভাবয়েৎ, মাং স্বাভেদেনৈব স্বস্মা দভিন্নতয়া অহমেব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবত্যস্মীতি জানাতি, ন বিভেদতঃ স্বস্মা দ্ভিন্নতয়া ন জানাতীত্যর্থঃ, অভেদদার্ঢ্যায় ভঙ্গ্যন্তরেণ উক্তিঃ * ১৩ ॥

যে ব্যক্তি অপ্রমত্তভাবে প্রতিদিন পরম অনুরাগে নিজের অভিন্নরূপে আমার চিন্তা করে, নিজ হইতে আমাকে ভিন্ন বলিয়া জানে না ॥ ১৩ ॥

* সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মভাব হইলে স্বয়ংই আনন্দ স্বরূপ হয়, আনন্দের অনুভব হয় না, উপাসনা অবস্থায় যে অপার আনন্দরস অনুভূত হইতেছিল, নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তাহা হইবে না এই আশঙ্কায় ভক্তগণ চিরকাল উপাসক রূপেই অবস্থান করতে চাহেন। কোন ভক্ত প্রবরের উক্তিঃ "চিনি হ'তে চাইনে গো, মা চিনি খেতে ভাল বাসি" ॥ ১২ ॥

অভেদজ্ঞান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য ইহা দেখাইবার নিমিত্ত "নিজের অভেদরূপে জানা" ও "নিজ হইতে ভিন্নরূপে না জানা" এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেক উভয় ভাবে বলা হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ।
যথা স্বস্যাত্মনি প্রীতি স্তথৈব চ পরাত্মনি ॥ ১৪ ॥

যো ভক্তঃ মদ্রূপত্বেন মদাত্মতয়া মদঙ্গতয়া ইত্যর্থঃ, জীবানাং প্রাণিনাং চিন্তনং ভাবনাং কুরুতে প্রতিজীবং ঈশ্বরবুদ্ধ্যা ভাবয়েদিত্যর্থঃ। স্বস্যাত্মনি স্বস্মিন্ যথা প্রীতি রনুরাগঃ তথৈব চ তদ্বদেব পরাত্মনি পরস্মিন্নপি প্রীতি রিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি সকল জীবগণকে আমার স্বরূপ বলিয়া চিন্তা করে, যেমন স্বকীয় আত্মায় প্রীতি থাকে তদ্রূপ পরের আত্মাতেও প্রীতি থাকে ॥ ১৪ ॥

চৈতন্যস্য সমানত্বান্ন ভেদং কুরুতে তু যঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাং মাং সর্ব্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদা ॥
নমতে যজতে চৈবা প্যাচাণ্ডালান্ত মীশ্বর।
ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবর্জ্জনাৎ ॥১৫॥

হে ঈশ্বর! নগরাজ! যো ভক্তঃ চৈতন্যস্য চিদ্রূপস্যাত্মনঃ সমানত্বাৎ তুল্যরূপত্বাৎ ন ভেদং কুরুতে সর্ব্বত্র ভেদবুদ্ধিং পরিহরতি। সর্ব্বদা চ সর্ব্বরূপাং সর্ব্বং আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং রূপং স্বরূপং যস্যাঃ তাদৃশীং মাং নমতে প্রণমতি যজতে চ পূজয়তি চ। আচাণ্ডালান্তং অতি-নীচ-চণ্ডালজাতি-পর্য্যন্তং ভেদবর্জ্জনাৎ ভেদজ্ঞানাভাবাৎ কুত্রাপি জীবে দ্রোহবুদ্ধিং অনিষ্টচিন্তনং ন কুরুতে ॥ ১৫ ॥

হে পর্ব্বতরাজ! চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল জীবে অবস্থিত বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডরূপ আমাকে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নমস্কার ও পূজা করে, ভেদ জ্ঞান না থাকায় কোনও জীবে অনিষ্ট চিন্তা করে না ॥ ১৫ ॥

মৎস্থান দর্শনে শ্রদ্ধা মদ্ভক্ত-দর্শনে তথা।
মচ্ছাস্ত্রশ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো! ॥ ১৬ ॥

হে প্রভো! মৎস্থানদর্শনে দেবীভাগবতপ্রোক্ত-কোলাপুরাদি-স্থান-বীক্ষণে, তথা মদ্ভক্তদর্শনে মদুপাসকসঙ্গতৌ, তথা মচ্ছাস্ত্র-শ্রবণে মৎপ্রতিপাদকশাস্ত্রাণাং শক্তিদর্শন-দেবীভাগবতাদীনাং বেদান্তস্য চ আকর্ণনে, তথা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু দেবীসূক্তাদিষু শ্রদ্ধা বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

প্রভো! কোল্লাপুর প্রভৃতি আমার স্থান, আমার উপাসক, দেবীভাগবত প্রভৃতি আমার শাস্ত্র, এবং দেবীসূক্ত প্রভৃতি আমার মন্ত্র, ইহাতে বিশেষ শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬॥

ময়ি প্রেমাকুলমতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা।
প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদ্গদনিঃস্বনঃ ॥ ১৭ ॥

সদা ময়ি প্রেমাকুলমতিঃ মদ্বিষয়কং যৎ প্রেম অনুরাগঃ তেন আকুলা ব্যাপ্তা মতিঃ বুদ্ধি র্যস্য স তাদৃশঃ, অতএব রোমাঞ্চিত-তনুঃ কণ্টকিতশরীরঃ, প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষঃ প্রেমজন্যৈ রশ্রুজলৈঃ পূর্ণে অক্ষিণী চক্ষুষী যস্য সঃ, কণ্ঠগদ্গদনিঃস্বনঃ বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠ-তয়া অব্যক্তধ্বনিঃ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বদা আমার প্রতি অনুরাগ বশতঃ যাঁহার বুদ্ধি ব্যগ্র থাকায় শরীর কণ্টকিত হয়, প্রেমাশ্রুজলে যাঁহার নয়ন পরিপূর্ণ হয়, এবং বাষ্পের দ্বারা কণ্ঠরোধ হওয়ায় যাঁহার ধ্বনি অব্যক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অনন্যেনৈব ভাবেন পূজয়েদ্ যো নগাধিপ।
মামীশ্বরীং জগদ্যোনিং সর্ব্বকারণকারণং ॥ ১৮ ॥

হে নগাধিপ! যো ভক্ত-জনঃ অনন্যেনৈব ভাবেন মদেকরক্ত-মানসেন ঈশ্বরীং অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যশালিনীং জগদ্যোনিং ব্রহ্মাণ্ডোপাদানং সর্ব্বকারণকারণং সর্ব্বেসাং কারণানা মপি কারণং নিমিত্তং মাং পূজয়েৎ সেবেত ॥ ১৮ ॥

হে পর্ব্বতরাজ! যে ব্যক্তি অণিমাদি ঐশ্বর্য্যশালিনী জগতের উৎপত্তিস্থান, সমস্ত কারণেরও কারণ আমাকে একাগ্রচিত্তে ভজনা করে ॥ ১৮ ॥

ব্রতানি মম দিব্যানি নিত্য-নৈমিত্তিকান্যপি।
নিত্যং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৯

যো জনঃ বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ বিত্তে ধনে যৎ শাঠ্যং কপটতা তেন বিবর্জ্জিতঃ রহিতঃ যথাবিভব মিত্যর্থঃ, মম দিব্যানি অলৌকিকানি শ্রেষ্ঠানীত্যর্থঃ ব্রতানি দেবীভাগবতোক্তানি অনন্তত‍ৃতীয়াদীনি, নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি নিত্যানি অকরণে প্রত্যবায়জনকানি, নৈমিত্তিকানি নিমিত্তভবানি কর্ম্মাণি চ ভক্ত্যা অনুরাগবিশেষেণ কুরুতে আচরতি ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি নিজের ধন বিষয়ে শঠতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ বিভব অনুসারে ভক্তিযোগে প্রতিদিন আমার শ্রেষ্ঠ ব্রত সকল (দেবীভাগবত প্রোক্ত অনন্ত তৃতীয়াদি) ও নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে ॥ ১৯ ॥

মদুৎসব-দিদৃক্ষা চ মদুৎসব-কৃতি স্তথা।
জায়তে যস্য নিয়তং স্বভাবাদেব ভূধর ॥ ২০ ॥

হে ভূধর! ক্ষিতিভৃৎ! যস্য ভক্তজনস্য স্বভাবাদেব প্রকৃত্যৈব মদুৎসব-দিদৃক্ষা মদুৎসবানাং দুর্গোৎসবাদীনাং শাস্ত্রোক্তানাং দিদৃক্ষা দর্শনেচ্ছা, তথা মদুৎসবকৃতিঃ মম উৎসবানাং অনুষ্ঠানং নিয়তং নিত্যং জায়তে ভবতি ॥ ২০ ॥

হে ভূধর! স্বভাবতঃ যে ব্যক্তির আমার উৎসবদর্শনে ইচ্ছা হয় ও দুর্গোৎসবাদি আমার উৎসব করিতে প্রবৃত্তি জন্মে ॥ ২০ ॥

উচ্চৈ র্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি।
অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্ম্যবর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥

অহঙ্কারাদি-রহিতঃ অহঙ্কারঃ অহমিতি জ্ঞানং, আদিপদাৎ মমকারঃ, তদ্রহিতঃ স্বচ্ছন্দঃ "অহং মনুষ্যঃ" "মম ধনং" ইত্যাদি-জ্ঞানরহিতঃ তত্র হেতুঃ দেহ-তাদাত্ম্য-বর্জ্জিতঃ দেহে শরীরে যৎ তাদাত্ম্যং অভেদবোধঃ তদ্বর্জ্জিতঃ, মম নামানি উচ্চৈ র্গায়ন্ তার-স্বরেণ উচ্চারয়ন্নেব নৃত্যতি খলু ॥ ২১ ॥

দেহাদিতে অভেদ জ্ঞান (আমি নর, স্থূল, কৃশ, অন্ধ, বধির ইত্যাদি) রহিত হওয়ায় যে ব্যক্তি অহঙ্কার মমকার অর্থাৎ আমি আমার ইত্যাদি জ্ঞান বর্জ্জিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম সংকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করে ॥ ২১ ॥

প্রারব্ধেন যথা যচ্চ ক্রিয়তে তত্তথা ভবেৎ।
ন মে চিন্তাস্তি তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু ॥ ২২ ॥

প্রারব্ধেন এতজ্জন্মায়ুর্ভোগজনকেন অদৃষ্টেন যৎ কর্ম্ম যথা

বর্ত্তমান জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগের জনক কর্ম্মসমষ্টিকে প্রারব্ধ বলে, ভোগের দ্বারাই উহার শেষ হয় "প্রারব্ধস্য ভোগাদেব ক্ষয়ঃ"। আত্মজ্ঞান হইলে প্রারব্ধের ইতর সঞ্চিত কর্ম্ম সমুদায় নষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

ক্রিয়তে তৎ কর্ম্ম তথা ভবেৎ, ন তু অন্যথা কর্ত্তুং শক্যতে ইত্যর্থঃ তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু, শরীরপোষণাদিকর্ম্মসু মে চিন্তা নাস্তি॥ ২২॥

প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ যাহা যেরূপ হওয়া উচিত তাহা সেইরূপই হইয়া থাকে (তাহার অন্যথা হয় না) অতএব দেহরক্ষাদিতেও আমার কোন চিন্তা নাই॥ ২২॥

ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরভক্তিস্তু সা স্মৃতা।
যস্যাং দেব্যতিরিক্তন্তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে॥ ২৩

ইতি পূর্ব্বোক্তরূপা যা ভক্তিঃ প্রোক্তা সা পরভক্তিঃ স্মৃতা যস্যাং পরভক্তৌ জাতায়া মিতিশেষঃ, দেব্যতিরিক্তন্তু দেবীভিন্নং পুনঃ কিঞ্চিদপি বস্তু ন ভাব্যতে চিন্ত্যতে॥ ২৩॥

পূর্ব্বে যেরূপ ভক্তির বর্ণনা করা হইল উহাকে পরভক্তি বলে, উহাতে উপাস্য দেবীর অতিরিক্ত কিছুই চিন্তা করে না॥ ২৩॥

ইত্থং জাতা পরা ভক্তির্যস্য ভূধর তত্ত্বতঃ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ॥ ২৪

হে ভূধর! ইত্থং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ তত্ত্বতঃ যথার্থতঃ যস্য পরা ভক্তি র্জাতা উৎপন্না তস্য তদৈব পরভক্তিজননানন্তরমেব চিদ্রূপে চৈতন্যস্বরূপে, মদ্রূপে মমস্বরূপে বিলয়ো ভবেৎ, স জীবত্বং বিহায় ব্রহ্মরূপাং মাং প্রাপ্নোতি "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি" শ্রুতেঃ॥ ২৪॥

হে ভূধর! যে ব্যক্তির এইরূপে যথার্থভাবে পরাভক্তি উৎপন্ন হয়, চিৎস্বরূপ আমাতে তাঁহার লয় হইয়া থাকে॥ ২৪॥

ভক্তেস্তু যা পরা কাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতং।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ॥ ২৫॥

যা ভক্তেঃ পরাকাষ্ঠা চরমোৎকর্ষঃ সা জ্ঞানমেব আত্মধী রেব প্রকীর্ত্তিতং কথিতং মুনিভি রিতি শেষঃ। সা চ বৈরাগ্যস্য নির্বেদস্য সীমা শেষভূমিঃ, যতঃ জ্ঞানে সতি, তদুভয়ং সাঙ্গে সম্পূর্ণে ভক্তি-বৈরাগ্যে সিধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৫॥

ভক্তির পরাকাষ্ঠা অর্থাৎ চরম সীমাকেই জ্ঞান বলে, ঐটী বৈরাগ্যেরও শেষ সীমা, যেহেতু জ্ঞান হইলে ভক্তি ও বৈরাগ্য উভয়ই সম্পূর্ণভাবে দৃঢ় হয়॥ ২৫॥

ভক্তৌ কৃতায়াং যস্যাপি প্রারব্ধ-বশতো নৃপ।
ন জায়তে মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি॥ ২৬॥

হে নগ! ভক্তৌ কৃতায়া মপি পূর্ব্বোক্তপরভক্তৌ জাতায়ামপি যস্য নরস্য মম জ্ঞানং ব্রহ্মরূপায়া মে বোধঃ ন জায়তে নোৎপদ্যতে, স মণিদ্বীপং দেবী-ভাগবত-দ্বাদশস্কন্ধোক্তং স্থানং গচ্ছতি।* পরভক্তেঃ পরাকাষ্ঠা এব জ্ঞানং, অস্য তু অঙ্কুর এব পরভক্তে র্জাত ইত্যনুসন্ধেয়ম্॥ ২৬॥

হে পর্ব্বত! ভক্তি জন্মিলেও যদি প্রারব্ধ বশতঃ আমার জ্ঞান (আত্মজ্ঞান) না জন্মে, তবে সেই ব্যক্তি মণিদ্বীপে গমন করে॥ ২৬॥

---

* পরভক্তি সম্পূর্ণ পরিপক হইলেই জ্ঞান জন্মে, উল্লিখিত ব্যক্তির কেবল পরভক্তির অঙ্কুর হইয়াছে, এইরূপ বুঝিতে হইবে॥ ২৬॥

তত্র গত্বাঽখিলান্ ভোগা ননিচ্ছন্নপি চর্চ্ছতি।
তদন্তে মম চিদ্রূপজ্ঞানং সম্যগ্ ভবেন্নগ ॥ ২৭ ॥

হে নগ! পর্ব্বত! স তত্র মণিদ্বীপে গত্বা অনিচ্ছন্নপি অভিলাষ মকুর্ব্বন্নপি অখিলান্ সমগ্রান্ ভোগান্ ভুজ্যন্তে ইতি ভোগাঃ বিষয়াঃ তান্ ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি, তদন্তে প্রারব্ধভোগান্তে মম চিদ্রূপজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং সম্যগ্ ভবেৎ সম্পূর্ণং জায়েত ॥ ২৭ ॥

হে নগ! সেই মণিদ্বীপে গমন করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি সমস্ত দিব্য ভোগ অনুভব করেন, অনন্তর সম্যক্ রূপে আমার চিদ্রূপ জ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জন্মে ॥ ২৭ ॥

তেন মুক্তঃ সদৈব স্যাজ্ জ্ঞানান্মুক্তি র্নচান্যথা।
ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাৎ হৃদ্গতপ্রত্যগাত্মনঃ ॥
মম সম্বিৎপরতনো স্তস্য প্রাণা ব্রজন্তি ন।
ব্রহ্মৈব সংস্তদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবেদ যঃ ॥ ২৮॥

তেন তত্ত্বজ্ঞানেন সদৈব মুক্তঃ বন্ধরহিতঃ স্যাৎ, জ্ঞানাৎ মুক্তি র্ভবতীতি, অন্যথা নচ, জ্ঞানে সতি বন্ধলেশো ন বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। ইহৈব মনুষ্যশরীরে যস্য ভক্তিবৈরাগ্যবতঃ সম্বিৎপরতনোঃ জ্ঞানৈকমূর্ত্তেঃ হৃদ্গতপ্রত্যগাত্মনঃ হৃদয়স্থপরমাত্মনঃ মম সচ্চিদানন্দব্রহ্মণঃ জ্ঞানং তত্ত্ববোধঃ স্যাৎ, তস্য প্রাণা আধ্যাত্মিক

---

* "বিদ্যয়া দেব লোকঃ" উপাসনা করিলে দেবলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন হয়, সেই স্থানে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মার সহিত একত্রে মুক্ত হয়, এই ভাবে ক্রমমুক্তির উল্লেখ আছে, উক্ত শ্লোকে সেই ভাবেরই কথা আছে ॥ ২৭ ॥

বায়বঃ ন ব্রজন্তি নোদ্গচ্ছন্তি, তস্য সপ্তদশাবয়বং লিঙ্গশরীরং লোকান্তরং ন গচ্ছেদিত্যর্থঃ, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তীতি শ্রুতেঃ"। স ব্রহ্মৈব সন্ তদ্ ব্রহ্ম আপ্নোতি অধিগচ্ছতি, যো ব্রহ্ম বেদ স ব্রহ্মৈব ভবতি, তদ্ভবনমেব তদাপ্তিঃ, ন তু অন্যঃ সন্ অন্য লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

সেই তত্ত্বজ্ঞান হইলে সর্ব্বদাই মুক্ত হয়, যেহেতু জ্ঞান হইলে মুক্তি হয়, ইহার অন্যথা হয় না। যে ভক্তি-বৈরাগ্য-যুক্ত মানবের এই শরীরেই জ্ঞানৈকমূর্ত্তি হৃদ্গত পরমাত্মা স্বরূপ আমার জ্ঞান হয়, তাঁহার মৃত্যুকালে প্রাণবায়ুর উৎক্রমণ হয় না, ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে পায়, যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে সে ব্রহ্মই হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

কণ্ঠচামীকর-সম মজ্ঞানা ত্তু তিরোহিতং।
জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেন লব্ধমেব হি লভ্যতে ॥ ২৯ ॥

কণ্ঠচামীকরসমং কণ্ঠস্থং চামীকরং সুবর্ণং যথা সদপি অজ্ঞানাৎ নাস্তীতি প্রতীয়তে তত্তুল্যং আত্মস্বরূপং অজ্ঞানাৎ তু কেবলং অজ্ঞানাদেব তিরোহিতং অজ্ঞাতং আসীৎ, জ্ঞানাৎ তত্ত্ববোধাৎ অজ্ঞাননাশেন ভ্রমাপনোদনেন লব্ধমেব হি স্বস্বরূপং লভ্যতে, যথা তদেব সুবর্ণং কেনচিদাপ্তেন "ক ব্রজসি? কণ্ঠে এব তে বর্ত্ততে চামীকর"মিতি বিজ্ঞাপিতে লব্ধমেব লভ্যতে তদ্বৎ ॥ ২৯ ॥

অন্যস্থলে ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন বস্তুকে পায়, ব্রহ্ম প্রাপ্তি স্থলে সেরূপ নহে, ব্রহ্ম জানা, ব্রহ্ম পাওয়া, ব্রহ্ম হওয়া একই কথা। সচরাচর মরণকালে স্থূল শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীর নির্গত হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টফলে স্বর্গে বা নরকে গমন করে, আত্মজ্ঞানীর সেরূপ হয় না, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর লয় পাইয়া যায় ॥ ২৮ ॥

সুবর্ণময় হার কণ্ঠেই আছে, অজ্ঞ ব্যক্তি তাহা না জানিয়া কোথায় হার? কোথায় হার? বলিয়া ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করে, কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলিয়া দেন, "তোমার হার, তোমার কণ্ঠেই আছে" তখন সে যেমন প্রাপ্ত হারকেই যেন পুনর্ব্বার লাভ করে, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই জীবের স্বরূপ, উহা জীবাত্মার সর্ব্বদাই লব্ধ আছে, কেবল অজ্ঞান বশতঃ তাহা না জানিয়া আমি মনুষ্য, সুখী দুঃখী, ইত্যাদি রূপে মুগ্ধ হয়, জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞান দূর হইলে তখন লব্ধই বস্তু পরব্রহ্মকে লাভ করে॥ ২৯ ॥

বিদিতাবিদিতা দন্য ন্নগোত্তম বপু র্মম।
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা জলে তথাপিতৃলোকে॥৩০॥

হে নগোত্তম! পর্ব্বত-রাজ! মম বপুঃ স্বরূপং বিদিতাবিদিতাৎ বিদিতাৎ ব্যক্তাৎ কার্য্যাৎ অবিদিতাৎ অব্যক্তাৎ কারণাৎ, অন্য দতিরিক্তং। "অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি" শ্রুতেঃ। যথা আদর্শে দর্পণে প্রতিবিম্বভূত মাত্মানং পশ্যতি লোকঃ অত্যন্তবিবিক্তং, তথা তদ্বৎ, আত্মনি স্ববুদ্ধা বাদর্শবন্নির্ম্মলীভূতায়াং বিবিক্ত মাত্মনো দর্শনং ভবতীত্যর্থঃ। যথা জলে অবিভক্তাবয়বং আত্মস্বরূপং দৃশ্যতে অবিবিক্তং, তথা পিতৃলোকে অবিবিক্তমেব দর্শন মাত্মনঃ, কর্ম্মফলোপভোগাসক্তত্বাৎ ন

---

* কেবল মনুষ্য দেহই কর্ম্ম দেহ, স্বর্গীয় শরীর ভোগদেহ, উহাতে আত্মজ্ঞান হয় না, কর্ম্মফলে স্বর্গভোগ হয়, ভোগ লাভ করিতে হইলে দেহাদিতে আত্মাভিমান থাকা চাই। অধ্যাত্ম রাজ্যে স্বর্গ অপেক্ষাও মনুষ্য জীবন দুর্লভ ॥ ৩০ ॥

তত্র বুদ্ধে নৈর্ম্মল্যাং, ন চৈবাতঃ দেহাদিভ্যঃ পৃথক্‌ত্বেন আত্মদর্শনং, কেবল মিহ মনুষ্যশরীরে নির্ম্মলচেতসি ব্রহ্মলোকে চ বিবিক্ত-তয়া আত্মনো দর্শনং, নান্যত্র কুত্রাপীতি ॥ ৩০ ॥

হে নগোত্তম! আমার স্বরূপ কার্য্য ও কারণ উভয় হইতেই অতিরিক্ত অর্থাৎ সর্ব্বথা ইন্দ্রিয়ের অগোচর। দর্পণে যেমন পৃথগ্ভাবে শরীরের দর্শন হয়, তদ্রূপ নির্ম্মল বুদ্ধিতে দেহাদির অতিরিক্তরূপে আত্মার অনুভব হইতে পারে। যেমন জলে অবিভক্ত অবয়ব রূপে আত্মস্বরূপ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ পিতৃলোকে (স্বর্গে) অবিবিক্তভাবে আত্মদর্শন হয়, দেহাদি হইতে পৃথক্ রূপে আত্মজ্ঞান স্বর্গাদিতেও হয় না, ব্রহ্মলোকে হয় এবং পরিশুদ্ধ চিত্তে হইতে পারে ॥ ৩০ ॥

ছায়াতপৌ যথা স্বচ্ছৌ বিবিক্তৌ তদ্বদেব হি।
মম লোকে ভবেজ্ জ্ঞানং দ্বৈতভানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৩১॥

যথা ছায়াতপৌ তমঃপ্রকাশৌ স্বচ্ছৌ অত্যন্তং পৃথক্ অনু-ভূয়েতে, তদ্বদেব হি তথৈব হি মম লোকে মন্নিবাসস্থানে মণিদ্বীপে (পিতৃলোকতোঽপি উৎকৃষ্টে), দ্বৈতভানবিবর্জ্জিতং ভেদজ্ঞানরহিতং জ্ঞানং "একমেবাদ্বিতীয়" মিত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিতং অদ্বৈত-জ্ঞানং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

যেমন ছায়া ও আতপ অর্থাৎ অন্ধকার ও প্রকাশ অত্যন্ত পৃথক্‌রূপে অনুভূত হয়, সেইরূপ আমার লোকে (মণিদ্বীপে) দ্বৈতজ্ঞান রহিত অদ্বৈত জ্ঞান সম্যক্ হইয়া থাকে, অর্থাৎ জড়বর্গ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে এক আত্মার অনুভব হয় ॥ ৩১ ॥

যস্তু বৈরাগ্যবানেব জ্ঞানহীনো ম্রিয়েত চেৎ।
ব্রহ্মলোকে বসেন্নিত্যং যাবৎকল্পং ততঃ পরং॥
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ভবেত্তস্য জনিঃ পুনঃ।
করোতি সাধনং পশ্চাত্ততো জ্ঞানং হি জায়তে॥৩২॥

যস্তু ভক্তো জনঃ বৈরাগ্যবানেব কেবলং বিষয়বিরক্তঃ, জ্ঞানহীনঃ আত্মজ্ঞান-রহিতঃ চেৎ ম্রিয়েত প্রাণান্ ত্যজেৎ যদি, স যাবৎ-কল্পং প্রলয়পর্য্যন্তং, নিত্যং ব্রহ্মলোকে বসেৎ, ততঃ পরং তদ্ভোগাবসানে শুচীনাং শুদ্ধাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে, তস্য জনি রুৎপত্তি র্ভবেৎ, পুনঃ সাধনং অষ্টাঙ্গ-যোগানুষ্ঠানং করোতি, ততঃ পশ্চাৎ জ্ঞানং তত্ত্বসাক্ষাৎকারঃ জায়তে হি ভবত্যেব॥ ৩২॥

কেবল বৈরাগ্য হইয়াছে কিন্তু আত্মজ্ঞান হয় নাই, এরূপ ব্যক্তি মরিয়া কল্প অর্থাৎ প্রলয় পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন, অনন্তর ধনবান্ সদাচারী ব্যক্তির গৃহে তাঁহার জন্ম হয়, সেই জন্মে সাধন করিয়া জ্ঞানলাভ করেন॥ ৩২॥

অনেকজন্মভী রাজন্ জ্ঞানং স্যান্নৈক জন্মনা।
ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানার্থং যত্নমাচরেৎ॥ ৩৩॥

হে রাজন্! অনেক-জন্মভিঃ জন্মপরম্পরয়া জ্ঞানং আত্মবোধঃ স্যাৎ, একজন্মনা ন ভবেৎ, ততঃ জ্ঞানার্থং আত্মজ্ঞানায় সর্ব্বপ্রযত্নেন আগ্রহাতিশয়েন যত্নমাচরেৎ॥ ৩৩॥

হে রাজন্! আত্মজ্ঞান অনেক জন্মে লাভ হয়, এক জন্মে হয় না, অতএব বিশেষ আগ্রহের সহিত জ্ঞানলাভের চেষ্টা করিবে॥ ৩৩॥

নো চেন্মহান্ বিনাশঃ স্যাজ্জন্মৈত দ্দুর্লভং পুনঃ।
তত্রাপি প্রথমে বর্ণে বেদপ্রাপ্তিশ্চ দুর্লভা ॥ ৩৪ ॥

নোচেৎ আত্মজ্ঞানার্থং যত্নং ন কুর্য্যা চ্চেৎ মহান্ বিনাশঃ অত্যন্ত মনিষ্টাপাতঃ স্যাৎ, পুনঃ এতজ্জন্ম মনুষ্যজননং দুর্লভং দুষ্প্রাপং, তত্রাপি মনুষ্যত্বেঽপি প্রথমে বর্ণে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম দুর্লভং, তত্রাপি বেদপ্রাপ্তিঃ বেদজ্ঞানঃ দুর্লভা ॥ ৩৪ ॥

তাহা না করিলে অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া জ্ঞানের সাধন না করিলে বিশেষ ক্ষতি হয়, কারণ, এই মানবজন্ম অতি দুর্লভ, মনুষ্যজন্মে ব্রাহ্মণ হওয়া, ব্রাহ্মণ হইয়া বেদ (শাস্ত্র) লাভ সহজে হয় না॥ ৩৪ ॥

শমাদি-ষট্‌ক-সম্পত্তি র্যোগসিদ্ধি স্তথৈব চ।
তথোত্তম-গুরুপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বমেবাত্র দুর্লভম্ ॥ ৩৫ ॥

বেদপ্রাপ্তৌ অপি শমাদি ষট্‌কসম্পত্তিঃ, শমঃ, দমঃ, উপরতিঃ, তিতিক্ষা, সমাধানং, শ্রদ্ধা এতেষাং ষণ্ণাং গণঃ ষট্‌কঃ স এব সম্পত্তিঃ ঐশ্বর্য্যং, তথৈব চ যোগসিদ্ধিঃ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি-

---

মনুষ্য জন্ম অতি দুর্লভ, এ বিষয়ে সকলেরই বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। সাধন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করা যায় বলিয়া অন্যের কথা দূরে থাকুক দেবগণও এই মানবজীবন লাভ করিতে ইচ্ছুক। অনেকে বিষয়সুখে বঞ্চিত হইয়া মনে করেন "বৃথা জন্ম গেল" তাহা নহে মনুষ্যজন্মলাভ করিয়া সাধনা বিহীন হইলেই জন্ম বিফল হয়. ঐহিক সুখ কদিনের জন্য ? ॥ ৩৪ ॥

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এই কএকটীকে শমাদি ষট্‌সম্পত্তি বলে। অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ শম, বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ দম, উপরতি সংন্যাস, তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন, সমাধান সমাধি অর্থাৎ

নিষ্পত্তিঃ যোগজন্যা সিদ্ধি র্বিভূতির্বা, তথা উত্তমগুরুপ্রাপ্তিঃ সদ্‌-গুরুলাভঃ, সর্ব্বমেব পূর্ব্বোক্তং মনুষ্যত্বাদিকং অত্র সংসারে দুর্লভম্ ॥ ৩৫ ॥

শমাদি ষট্ সম্পত্তি, যোগসিদ্ধি অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ অথবা যোগজন্য বিভূতি লাভ, এবং উত্তম গুরু লাভ মনুষ্যজন্মে ইহা সমস্তই অতি দুলভ ॥ ৩৫ ॥

তথেন্দ্রিয়াণাং পটুতা সংস্কৃতত্বং তনো স্তথা।
অনেকজন্মপুণ্যৈস্তু মোক্ষেচ্ছা জায়তে ততঃ ॥৩৬॥

তথা এবং ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং পটুতা বিষয়গ্রহণ-সামর্থ্যং, তথা তনোঃ শরীরস্য সংস্কৃতত্বং শাস্ত্রোক্ত-সংস্কারঃ, ততঃ ইত্থং সাধনসমূহে জাতে অনেকজন্মপুণ্যৈঃ বহুজন্মসম্পাদিতশুভাদৃষ্টৈঃ তু এব মোক্ষেচ্ছা মোক্ষবিষয়ে ইচ্ছা মুমুক্ষা জায়তে ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে ইন্দ্রিয়গণের পটুতা অর্থাৎ বিষয় গ্রহণে সামর্থ্য, এবং শরীরের শাস্ত্রোক্ত সংস্কার (গর্ভাধানাদি দশবিধসংস্কার) এ সমস্তই দুর্লভ; এইরূপে পূর্ব্বোক্ত সাধন সমুদায় সংগ্রহ হইলে

সম্প্রজ্ঞাত যোগ, শ্রদ্ধা গুরু ও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে যোগ দুই প্রকার, যে অবস্থায় ধ্যেয়স্বরূপ ভান হয়, অন্য বিষয় বোধ থাকে না, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে, অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্ত ধ্যেয় স্বরূপেই প্রকাশ পায়, উহাতে ধ্যেয়, ধ্যান ও ধ্যাতা এক হইয়া যায়। শমাদির অন্তর্গত সমাধান শব্দে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বুঝিতে হইবে, মূলের যোগসিদ্ধি শব্দে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বুঝিতে হইবে। সমাধি ও যোগ পর্য্যায় শব্দ ॥ ৩৫ ॥

অনেক জন্মের পুণ্যের ফলে মোক্ষ বিষয়ে ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সাধনে সকলেঽপ্যেবং জায়মানেঽপি যো নরঃ।
জ্ঞানার্থং নৈব যততে তস্য জন্ম নিরর্থকং ॥ ৩৭ ॥

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সকলেঽপি সমগ্রেঽপি সাধনে আত্মজ্ঞানোপায়ে জায়মানেঽপি উৎপদ্যমানেঽপি সত্যপীত্যর্থঃ, যো নরঃ জ্ঞানার্থং আত্মজ্ঞানায় নৈব যততে ন চেষ্টতে, তস্য জন্ম অতিদুর্লভং মানবং জন্ম নিরর্থকং নিষ্ফলং, আত্মঘাতী স ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত সাধন সমুদায় জন্মিলেও যে ব্যক্তি জ্ঞানের নিমিত্ত যত্ন করে না তাঁহার জন্ম বিফল ॥ ৩৭ ॥

তস্মাদ্রাজন্ যথাশক্ত্যা জ্ঞানার্থং যত্ন মাচরেৎ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতং ॥৩৮॥

হে রাজন্ তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তকারণাৎ মানবজন্মনো দুর্লভত্বাৎ জ্ঞানার্থং আত্মজ্ঞানায় যথাশক্ত্যা সামর্থ্যানুসারেণ যত্নমাচরেৎ সযত্নো ভবেৎ। শ্রবণাদিষু প্রবৃত্তো জনঃ পদে পদে ক্ষণে ক্ষণে নিশ্চিতং অবশ্যং অশ্বমেধস্য যাগস্য ফলং আপ্নোতি লভতে ॥৩৮॥

হে মহারাজ! অতএব জ্ঞানের নিমিত্ত শক্তি অনুসারে যত্ন করিবে, আত্মজ্ঞানের সাধন শ্রবণাদিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রতিপদে নিশ্চয়ই অশ্বমেধ যাগের ফললাভ করে, অর্থাৎ বহু আয়াসসাধ্য অশ্বমেধ যাগ করিলে যেরূপ ফল সিদ্ধি হয়, আত্মজ্ঞানের উপায়ের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং
ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানং।
সততং মন্থয়িতব্যং
মনসা মন্থানভূতেন ॥ ৩৯ ॥

পয়সি দুগ্ধে ঘৃতমিব বিজ্ঞানং চিৎ ভূতে ভূতে প্রতি-শরীরং নিগূঢ়ং অব্যক্তং বসতি বর্ত্ততে, মন্থানভূতেন মন্থানদণ্ডতুল্যেন মনসা সততং মন্থয়িতব্যং শরীরাৎ পৃথক্তয়া জ্ঞাতব্যং মন্থনেন পয়ঃ সকাশাৎ ঘৃতমিব শরীরাৎ পৃথক্ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় অব্যক্তভাবে প্রতি শরীরে বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা অবস্থান করেন, মন্থানদণ্ড দ্বারা যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃতকে (নবনীতকে) পৃথক্ করা যায় তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিত্ত দ্বারা শরীরাদি হইতে আত্মাকে পৃথক্ রূপে জানিবে ॥ ৩৯ ॥

জ্ঞানং লব্ধা কৃতার্থঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪০ ॥

জ্ঞানং লব্ধা বোধ মধিগম্য কৃতার্থঃ কৃত-কৃত্যঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ উপনিষদাদ্যধ্যাত্মশাস্ত্রঘোষণাবাক্যং। সর্ব্বং শাস্ত্র-রহস্যং সমাসেন সংক্ষেপেণ উক্তং কথিতং, ভূয়ঃ পুনঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি, কস্মিন্ বিষয়ে তে শ্রবণেচ্ছাঽস্তি, তদ্বদ ইতি শেষঃ ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে
ভক্তি-মাহাত্ম্যবর্ণনং সমাপ্তম্ ॥

জ্ঞানলাভ করিয়া কৃত-কৃত্য হয়, ইহাই বেদান্তশাস্ত্রের ঘোষণা। সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপতঃ বলা হইল, পুনর্বার কি ? শুনিতে ইচ্ছা করেন্॥ ৪০ ॥

শ্রীদেবীভাগবতের ভক্তিমাহাত্ম্য বর্ণনের
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল॥

অধ্যাত্মরামায়ণে

উত্তরকাণ্ডে

ভক্তিযোগঃ।

একান্তে ধ্যাননিরতে একদা রাঘবে সতি।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং সাক্ষাৎ কৌশল্যা প্রিয়বাদিনী।
ভক্ত্যাগত্য প্রসন্নং তং প্রণতা প্রাহ হৃষ্টধীঃ ॥ ১ ॥

শ্রীরামং হৃদয়ে ধ্যাত্বা পূর্ণচন্দ্র-দ্বিজন্মনা।
ব্যাখ্যানং ভক্তিযোগস্য ক্রিয়তে চিত্তশুদ্ধয়ে ॥

একদা রাঘবে রামচন্দ্রে, একান্তে নির্জ্জনে, ধ্যাননিরতে ধ্যানমগ্নে সতি, প্রিয়বাদিনী মিষ্টভাষিণী, হৃষ্টধীঃ প্রশান্তচিত্তা, কৌশল্যা রামং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং নারায়ণং বিষ্ণুং জ্ঞাত্বা লোকাতীতৈ স্বচরিতৈঃ ঋষিবাক্যৈশ্চ বিদিত্বা ভক্ত্যা অনুরাগেণ আগত্য প্রসন্নং নির্ম্মলচিত্তং তং রামং প্রণতা সতী প্রাহ উবাচ বক্ষ্যমাণমিতি শেষঃ। সাক্ষাৎ নারায়ণধিয়ৈব প্রণতা ইতি ন মাতুঃ পুত্রে প্রণতি র্বিরুদ্ধা ইত্যনুসন্ধেয়ম্ ॥ ১ ॥

কৌশল্যা রামকে নারায়ণ বলিয়াই জানিয়াছিলেন, সুতরাং মাতা হইয়া পুত্রকে প্রণাম করা অসঙ্গত বোধ করা উচিত নহে, কারণ, পুত্রের প্রতি তখন আর পুত্রতা জ্ঞান ছিল না ॥ ১ ॥

এক সময় রামচন্দ্র নির্জ্জনে ধ্যানমগ্ন হইলে প্রিয়ভাষিণী কৌশল্যা দেবী রামকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলিয়া সেই স্থানে ভক্তিপূর্ব্বক উপস্থিত হইয়া প্রসন্ন হৃদয়ে রামকে হৃষ্টান্তঃকরণে প্রণাম করিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন॥ ১॥

রাম ! ত্বং জগতা মাদি রাদি মধ্যান্তবর্জ্জিতঃ।
পরমাত্মা পরানন্দঃ পূর্ণঃ পুরুষ ঈশ্বরঃ।
জাতোঽসি মে গর্ব্ভগৃহে মম পুণ্যাতিরেকতঃ॥ ২॥

রাম! ত্বং জগতাং চরাচরভূতানাং আদিঃ কারণং, স্বয়ঞ্চ আদিমধ্যান্তরহিতঃ উৎপত্তি-নাশ-রহিতঃ অতএব মধ্যরহিতশ্চ, সতোরেব হি আদ্যন্তয়োর্মধ্যাবস্থাসম্ভবঃ, পরমাত্মা পর উৎকৃষ্ট আত্মা পরব্রহ্ম, পরানন্দঃ পর উৎকৃষ্ট আনন্দো যস্ত তদ্রূপো বা, হিরণ্যগর্ব্ভানন্দতোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ, পূর্ণঃ পুরুষঃ আপ্তকামঃ, ঈশ্বরঃ নিয়ন্তা, এবম্ভূতোঽপি ত্বং মম পুণ্যাতিরেকতঃ ধর্ম্মাধিক্যাৎ মে গর্ব্ভগৃহে গর্ব্ভরূপে গৃহে জাতঃ উৎপন্ন ইব অসি, পরমার্থতঃ ন তে জন্মাস্তি ইতি ভাবঃ॥ ২॥

রাম! তুমি জগতের কারণ, তোমার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, অর্থাৎ তোমার উৎপত্তি বিনাশ কিছুই নাই, তুমি পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মা, তুমি পূর্ণ পুরুষ অর্থাৎ আপ্তকাম, তোমার কোনও অভাব নাই, তুমি সকলের ঈশ্বর অর্থাৎ

ঈশ্বরের অবতার রামচন্দ্রাদির জন্ম ও সাধারণের জন্মের বিশেষ এই, অদৃষ্টবশতঃ সাধারণের জন্ম হয়, উহা হইতেই হইবে, রামচন্দ্রাদির জন্ম অদৃষ্ট প্রযুক্ত নহে, ইচ্ছাজন্ম, লীলামাত্র॥ ২॥

নিয়ামক। তুমি আমার পুণ্যাতিশয় বশতঃই আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ॥ ২॥

অবসানে মমাপ্যদ্য সময়োঽভূদ্রঘূত্তম।
নাদ্যাপ্যবোধজঃ কৃৎস্নো ভববন্ধো নিবর্ত্ততে॥৩॥

হে রঘূত্তম! মম অবসানে অতিবার্দ্ধক্যে অপি এব অদ্য সময়ঃ প্রশ্নাবসরঃ অভূৎ, অথবা অবসানে তব অবতারসমাপ্তি-কালে মম সময়ঃ অভূৎ, অদ্যাপি অবোধজঃ অজ্ঞানজঃ ভববন্ধঃ সংসারবন্ধনং কৃৎস্নঃ সমগ্রঃ,* ন নিবর্ত্ততে নাপগচ্ছতি, ত্বৎ-সঙ্গাৎ কিঞ্চিদিব নিবৃত্তো জাতঃ, অন্যথা প্রশ্ন এব ন স্যাৎ॥ ৩॥

হে রাঘবশ্রেষ্ঠ! আমার অতি বার্দ্ধক্য অবস্থাতেই অদ্য প্রশ্নের অবসর উপস্থিত হইয়াছে, এখন পর্য্যন্তও আমার অজ্ঞান-জাত সমস্ত সংসার বন্ধন নিবৃত্তি হইল না॥ ৩॥

ইদানী মপি মে জ্ঞানং ভব-বন্ধ-নিবর্ত্তকং।
যথা সংক্ষেপতো ভূয়া তথা বোধয় মাং বিভো!॥৪॥

হে বিভো! ইদানীমপি অবসানকালেঽপি মে ভববন্ধনিব-র্ত্তকং সংসারনাশকং জ্ঞানং আত্মজ্ঞানং যথা যেন উপায়েন ভূয়াৎ তথা তমুপায়ং সংক্ষেপতঃ সমাসেন মাং বোধয় উপদিশ, বিস্তরতঃ শ্রবণে নাবকাশোঽস্তীত্যর্থঃ॥ ৪॥

হে বিভো! এই বৃদ্ধাবস্থাতেও যাহাতে আমার সংসারবন্ধন

---

* সমগ্র বন্ধন নিবৃত্তি হয় নাই বলিলে কিছু হইয়াছে বুঝায়, রামচন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ বাক্যালাপে কৌশল্যার ভববন্ধ কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইয়াছিল বুঝিতে হইবে॥ ৩॥

নিবর্ত্তক জ্ঞান জন্মে সংক্ষেপতঃ আমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন্ ॥ ৪ ॥

নির্ব্বেদবাদিনী মেবং মাতরং মাতৃ-বৎসলঃ।
দয়ালুঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা জরাজর্জ্জরিতাং শুভাম্ ॥৫॥

মাতৃবৎসলঃ জননীস্নেহবান্ দয়ালুঃ কারুণিকঃ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মে আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স রামঃ এবং পূর্ব্বোক্তরূপেণ নির্ব্বেদ-বাদিনীং নির্ব্বেদঃ বিষয়বৈরাগ্যং তেন বাদিনীং ভাষিণীং পরি-দেবিনীমিত্যর্থঃ, জরাজর্জ্জরিতাং বার্দ্ধক্যপীড়িতাং শুভাং কল্যাণীং মাতরং কৌশল্যাং প্রাহ প্রোবাচ বক্ষ্যমাণং ইতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

মায়ের প্রতি স্নেহবান্ কারুণিক ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র এই প্রকারে নির্ব্বেদবাদিনী (খেদকারিণী) জরাগ্রস্ত কল্যাণী মাতা কৌশল্যাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

মার্গাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ পুরা মোক্ষাপ্তিসাধকাঃ।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ শাশ্বতঃ ॥৬॥

পুরা ময়া মোক্ষাপ্তি-সাধকাঃ মুক্তিলাভোপায়াঃ ত্রয়ো মার্গাঃ পন্থানঃ প্রোক্তাঃ কথিতাঃ, কে তে ত্রয়ঃ? ইত্যত্রাহ শাশ্বতঃ নিত্যঃ কর্ম্মযোগঃ জ্ঞানযোগঃ ভক্তিযোগশ্চেতি, নিত্যফলকত্বাদে-তেষাং নিত্যত্বমিতি। তত্র নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি শ্রুতেঃ, জ্ঞানস্যৈব লোকে অজ্ঞাননাশকত্বদর্শনাচ্চ জ্ঞানযোগ

তিনটীর মধ্যে জ্ঞানযোগই সাক্ষাৎ মুক্তির সাধন, অন্য দুইটী জ্ঞানকে জন্মাইয়া মুক্তি জন্মায়, সুতরাং পরম্পরা কারণ ॥ ৬ ॥

এব সাক্ষাদজ্ঞাননিবৃত্তিরূপমোক্ষোপায়ঃ, ইতরৌতু তদ্দ্বারেতি বিবেকঃ ॥ ৬ ॥

আমি পূর্ব্বে মোক্ষলাভের তিনটী উপায় বলিয়াছি, সেই তিনটী কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, তিনটী নিত্য অর্থাৎ চিরপ্রসিদ্ধ, ইহাদের ফল মোক্ষ নিত্য বলিয়া ইহাদিগকেও নিত্য বলা যায় ॥ ৬ ॥

ভক্তি র্বিভিদ্যতে মাত স্ত্রিবিধো গুণভেদতঃ।
স্বভাবো যস্য যস্তেন তস্য ভক্তি র্বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

হে মাতঃ! গুণভেদতঃ গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং ভেদেন ভক্তি র্বিভিদ্যতে, ভিন্নাচ সতী ত্রিবিধা ভবতি সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী চেতি, ন তু ত্রিবিধা ভক্তি র্বিভিদ্যতে ইতি, তথাত্বে ত্রিত্ব-ব্যাহতিঃ। যস্য জনস্য যঃ স্বভাবঃ সাত্ত্বিকো বা, রাজসো বা, তামসো বা তেন তস্য ভক্তি র্বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥

জননি! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ ভেদ অনুসারে ভক্তি তিন প্রকার ভিন্ন হয়, যাঁহার যেরূপ স্বভাব তাঁহার তদনু-সারে ভক্তির ভেদ হইয়া থাকে, গুণত্রয় অনুসারে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার ভক্তি হয় ॥ ৭ ॥

যস্তু হিংসাং সমুদ্দিশ্য দম্ভং মাৎসর্য্য মেব বা।
ভেদদৃষ্টিশ্চ সংরম্ভী ভক্তো মে তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

ভাক্তত্রৈবিধ্যা ভক্তত্রৈবিধ্যং দশায়ন্তুং বাহুল্যাৎ প্রথমং তামসং ভক্তমাহ যস্ত্বিতি, যস্তু যঃ পুনঃ হিংসাং শত্রুবিনাশং, দম্ভং পূজা-লাভাদি-ফলকং শাঠ্যং, ভক্তং মাং অন্যে পূজয়েয়ুরিতি বুদ্ধ্যা শঠঃ

বহির্ভক্তিভাবং দর্শয়তীতি নাপ্রত্যক্ষং বহুজ্ঞানাং, মাৎসর্য্যং পরগুণদ্বেষং এব বা সমুদ্দিশ্য সংলক্ষ্য যো ভেদদৃষ্টিঃ শত্রুমিত্রভেদজ্ঞানবান্ সংরম্ভী চ তত্তদ্বিষয়াগ্রহবান্ ক্রোধী বা ভক্তিমাচরেদিতি শেষঃ, স তামসঃ তমঃ-স্বভাবঃ ভক্তঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

ভক্তি ত্রৈবিধ্য বশতঃ ভক্ত ত্রৈবিধ্য দেখাইবার নিমিত্ত প্রথমতঃ তামস ভক্ত স্বরূপ বলিতেছেন, বাহুল্য বশতঃ প্রথমতঃ তামসের উল্লেখ হইয়াছে, যে ক্রোধী, ভেদজ্ঞানবান্ ব্যক্তি হিংসা দম্ভ বা দ্বেষ বশতঃ ভক্তির আচরণ করে তাঁহাকে তামস ভক্ত বলে ॥ ৮ ॥

ফলাভিসন্ধি র্ভোগার্থী ধনকামো যশ স্তথা।
অর্চ্চাদৌ ভেদবুদ্ধ্যা মাং পূজয়েৎ সতু রাজসঃ ॥৯॥

ফলং স্বর্গাদি তদভিসন্ধিঃ তৎকামঃ, ভুজ্যন্তে ইতি ভোগাঃ বিষয়া স্তদর্থী তৎকামঃ গোবলীবর্দ্দন্যায়েন সামান্য-বিশেষ ভাবতঃ পৃথক্ নির্দ্দেশঃ, এতাদৃশো যো জনঃ অর্চ্চাদৌ প্রতিমায়াং স্থণ্ডিলাদি-পূজাস্থানেষুচ ভেদবুদ্ধ্যা ' অয়মুপাস্যঃ'' ''অহমুপাসকঃ'' ইতি জ্ঞানবান্ মাং পূজয়েৎ, স রাজসঃ রজঃস্বভাবো ভক্তঃ বিজ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

যে ব্যক্তি ফল, ভোগ, ধন বা যশের কামনা করিয়া ভেদ বুদ্ধি পূর্ব্বক প্রতিমাদিতে আমার পূজা করেন, তাঁহাকে রাজস ভক্ত বলা যায় ॥ ৯ ॥

অনেকে শত্রুবিনাশ কামনায় পরমেশ্বরের শরণ লয়, অনেকে বা শঠতা পূর্ব্বক ভক্তি দেখায়, উদ্দেশ্য লোকে ভক্ত জানিয়া সম্মান করিবে, এইরূপ ভক্ত প্রায়শঃ দেখা গিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পরস্মিন্নর্পিতং যস্তু কর্ম্ম নির্হরণায় বা।
কর্ত্তব্যমিতি বা কুর্য্যাদ্ভেদবুদ্ধ্যা স সাত্ত্বিকঃ॥ ১০॥

যস্তু নির্হরণায় চিত্তমলক্ষালনায় পরস্মিন্ ঈশ্বরে তুষ্যতু অনেন ভগবানিতি বুদ্ধ্যা অর্পিতং কর্ম্ম, অথবা কর্ত্তব্যং বেদবিহিতত্বাৎ নিত্যনৈমিত্তিকাদিকং কর্ম্ম অবশ্যং অনুষ্ঠেয়মিতি, ভেদবুদ্ধ্যা উপাস্যোপাসক-ভেদধিয়া কুর্য্যাৎ স সাত্ত্বিকঃ সত্ত্বস্বভাবঃ ভক্তঃ স্মৃতঃ। উভয়ত্র রাজস্যাং সাত্ত্বিক্যাঞ্চ ভক্তৌ সত্যামপি ভেদবুদ্ধৌ নিষ্কামত্বেন সাত্ত্বিক্যাঃ ফলং অভেদজ্ঞানং, ন রাজস্যাঃ নাপি তামস্যাঃ ইতি সূচিতম্॥ ১০॥*

যে ব্যক্তি চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বরে অর্পণ করিয়া অথবা অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে ভেদবুদ্ধিসহকারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে সাত্ত্বিক ভক্ত বলে॥ ১০॥

মদ্গুণাশ্রয়ণাদেব ময্যনন্তগুণাশ্রয়ে।
অবিচ্ছিন্না মনোবৃত্তি র্যথা গঙ্গাম্বুনোঽম্বুধৌ।
তদেব ভক্তিযোগস্য লক্ষণং নির্গুণস্য হি॥ ১১॥

মদ্গুণাশ্রয়ণাদেব মম গুণানাং সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং কল্যাণগুণানাং আশ্রয়ণাদবলম্বনাৎ, অনন্তগুণাশ্রয়ে অশেষকল্যাণগুণাকরে ময়ি ঈশ্বরে অম্বুধৌ সমুদ্রে গঙ্গাম্বুনো যথা গঙ্গাপ্রবাহস্যেব অবিচ্ছিন্না বিষয়ান্তররহিতা যা মনোবৃত্তিঃ মনসো

---

* ত্রিবিধ ভক্তিতেই ভেদবুদ্ধি আছে, বিশেষ এই সাত্ত্বিকী ভক্তিতে ফল কামনা নাই, অপর দুইটীতে আছে এই নিমিত্তই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সাত্ত্বিক ভক্তই আত্মজ্ঞানের কারণ হয়॥ ১০॥

বিষয়াকারপরিণামঃ, তদেব হি (বিধেয়-প্রাধান্যাৎ ক্লীবত্বং) নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য নির্গুণোপাসনস্য লক্ষণং প্রাপকং, সগুণ ধ্যানাদেব নির্গুণধ্যানযোগাত্তেতি ॥ ১১ ॥

আমার সত্যসঙ্কল্পত্বাদি অশেষ কল্যাণ গুণ অবলম্বন করিয়া অশেষ গুণাশ্রয় আমাতে সমুদ্রে গঙ্গাজল প্রবাহের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে চিত্তের বৃত্তি প্রবাহকে নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বলিয়া জানিবে ॥ ১১ ॥

অহৈতুক্য ব্যবহিতা যা ভক্তির্ময়ি জায়তে।
সা মে সালোক্য-সামীপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্যমেব বা।
দদাত্যপি ন গৃহ্ণন্তি ভক্তা মৎসেবনং বিনা ॥ ১২ ॥

অহৈতুকী ফলোদ্দেশরহিতা, অব্যবহিতা বিশেষেণ ব্যবধান-রহিতা দৃঢ়সম্বন্ধা ইত্যর্থঃ, সা ময়ি ভক্তির্জায়তে, সা মে সালোক্য সামীপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্যং এব বা দদাতি, পরন্তু তত্র তত্র সালোক্যাদৌ মৎসেবনং বিনা মৎসেবায়া অভাবাৎ ভক্তা তানি ন গৃহ্ণন্তি ॥ ১২ ॥

আমাতে অহৈতুকী অর্থাৎ কোনরূপে ফল কামনা না থাকে এরূপ, এবং অব্যবহিত অর্থাৎ কোন বিশেষ দ্বারা ব্যবহিত নহে দৃঢ়সম্বন্ধ, এরূপ যে ভক্তি জন্মে, সেই ভক্তি সালোক্য প্রভৃতিকে দান করে, কিন্তু আমার ভক্ত আমার সেবা ব্যতিরেকে সে সকলকে গ্রহণ করে না ॥ ১২ ॥

উপাস্য লোকে বাস করাকে সালোক্য অর্থাৎ সমান লোক বলে, উপাস্য সমীপে পারিষদরূপে থাকাকে সামীপ্য বলে, সমান বিভূতির নাম সার্ষ্টি, উপাস্য শরীরে অবস্থানকে সাযুজ্য বলে ১২ ॥

স এবাত্যন্তিকো যোগো ভক্তিমার্গস্য ভামিনি।
মদ্ভাবং প্রাপ্নুয়াত্তেন অতিক্রম্য গুণত্রয়ং॥ ১৩॥

হে ভামিনি! সাধ্বি! স এব সালোক্যাদিষু বৈরাগ্যমেব (বিধেয়-প্রাধান্যাৎ পুংস্ত্বং) ভক্তিমার্গস্য আত্যন্তিকো যোগঃ পূর্ণতা, স এবহি পূর্ণো ভক্তঃ যো মৎসেবারহিতং মোক্ষমপি ন বহুমন্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ। তেন পরভক্তিযোগেন গুণত্রয়ং তদ্রূপাং মায়াং অতিক্রম্য অতীত্য মদ্ভাবং প্রাপ্নুয়াৎ মৎস্বরূপং লভেত মুচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥

হে ভামিনি! পতিব্রতে। সেই সালোক্যাদিতে বৈরাগ্যই ভক্তি মার্গের আত্যন্তিক যোগ অর্থাৎ চরমসীমা, সেই পরভক্তি যোগ দ্বারা গুণ ত্রয় রূপ মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমাকে পায়, মুক্ত হয়॥ ১৩॥

মহতা কামহীনেন স্বধর্ম্মাচরণেন চ।
কর্ম্মযোগেন শস্তেন বর্জ্জিতেন বিহিংসনৈঃ॥ ১৪॥

কর্ম্মযোগ মাহ মহতেতি, মহতা বিপুলেন, কামহীনেন ফল-সঙ্কল্পরাহিত্যেন, স্বধর্ম্মাচরণেন স্বধর্ম্মঃ নিত্যনৈমিত্তিকঃ বর্ণাশ্রমোচিতঃ তস্য আচরণং অনুষ্ঠানং তেন, শস্তেন প্রশস্তেন, বিহিংসনৈঃ বর্জ্জিতেন প্রাণিহিংসারহিতেন, কর্ম্মযোগেন কর্ম্ম এব যোগঃ তেন, "যাতি মামঞ্জসা জনঃ" ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ১৪॥

বিপুল, কামনাহীন, হিংসারহিত, প্রশস্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়া কলাপ রূপ কর্ম্মযোগের দ্বারা॥ ১৪॥

শ্লোক কএকটির "যাতি মামঞ্জসা জনঃ" সম্যক্ রূপে আমাকে পায়, এই উত্তর শ্লোকে অন্বয় হইবে, অহিংসাই ধর্ম্ম হর্ম্ম্যের মূল ভিত্তি॥ ১৪॥

মদ্দর্শন-স্তুতি-মহা-পূজাভিঃ স্মৃতিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সঙ্গেনাসত্য-বর্জ্জনৈঃ ॥ ১৫ ॥

মদ্দর্শন-স্তুতি-মহাপূজাভিঃ মম দর্শনেন প্রতিমাদিবীক্ষণেন, স্তুত্যা স্তবপাঠেন, মহাপূজয়া উপচারাধিক্যৈঃ পূজনেন চ, স্মৃতি-বন্দনৈঃ মদ্‌গুণকর্ম্মস্মরণেন অভিবাদনেন চ, ভূতেষু প্রাণিষু মদ্ভাবনয়া অহমেব সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিত ইতি মদ্রূপত্বেন ভূতানি চিন্তয়ন্ সঙ্গেন তেষু অনুরাগেণ, অসত্যবর্জ্জনৈঃ মিথ্যারহিতৈঃ সত্য-বচনৈঃ ॥ ১৫ ॥

আমার প্রতিমাদি দর্শন, স্তব, মহাপূজা অর্থাৎ উপচারের বাহুল্য সহকারে পূজা, স্মরণ, বন্দনা, সমস্ত প্রাণীতে "আমি আছি" এরূপ স্থির করিয়া তাহাতে সবিশেষ অনুরাগ এবং অসত্য পরিত্যাগ অর্থাৎ সর্ব্বদা সত্য কথা বলা দ্বারা ॥ ১৫ ॥

বহুমানেন মহতাং দুঃখিনা মনুকম্পয়া।
স্বসমানেষু মৈত্র্যাচ যমাদীনাং নিষেবয়া ॥ ১৬ ॥

মহতাং সাধুশীলানাং উদারাণাং বহুমানেন পূজনাতিশয়েন, দুঃখিনাং দীনানাং অনুকম্পয়া দয়য়া, স্বসমানেষু স্বতুল্যেষু মৈত্র্যা সৌহার্দ্দেন, যমাদীনাং যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধীনা মষ্টানাং যোগাঙ্গানাং নিষেবয়া নিতরাং অনুষ্ঠানেন চ ॥ ১৬ ॥

অসত্য ব্যবহার সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য ইহা দেখাইবার নিমিত্ত অসত্য বর্জ্জনকে বহুবচনে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, জগতের প্রায়শঃ পাপই অসত্য-মূলক, মিথ্যা ব্যবহার না থাকিলে সংসারে পাপের লেশও থাকে না ॥ ১৫ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই

মহত্তের অর্থাৎ আপনা হইতে গুরুজনের বহুমান, দুঃখী গণের প্রতি দয়া, আপনার তুল্য ব্যক্তিতে বন্ধুতা এবং যম নিয়ম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা ॥ ১৬ ॥

বেদান্তবাক্যশ্রবণাৎ মম নামানুকীর্ত্তনাৎ।
সৎসঙ্গেনার্জ্জবেনৈব হ্যহমঃ পরিবর্জ্জনাৎ ॥১৭॥

বেদান্তবাক্যশ্রবণাৎ বেদান্তবাক্যানাং শ্রুতিশিরোভাগ-রূপাণা মুপনিষদাং তথা শারীরক-সূত্র-ভাষ্যাদি-নিখিলা-ধ্যাত্ম-শাস্ত্রাণাং শ্রবণাৎ অর্থ-পরিজ্ঞানাৎ, তথা মম নামানুকীর্ত্তনাৎ শাস্ত্রোক্তানাং মম সহস্র-নামাদীনাং কীর্ত্তনাৎ গানাৎ; তথা সৎসঙ্গেন সতাং সাধুনাং সঙ্গেন সহবাসেন, আর্জ্জবেনৈব ঋজুতয়া

কএকটীকে অষ্টাঙ্গ যোগ বলে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (চুরি না করা), ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটী যম। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) ও ঈশ্বর প্রণিধান এই পাঁচটী নিয়ম। পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন প্রভৃতি আসন, "স্থিরসুখ মাসনম্" যেরূপভাবে বসিয়া অনায়াসে অধিক কাল ধ্যান করা যায়, শরীর ধারণে কষ্ট হয় না, তাহাকে আসন বলে। পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম, আধ্যাত্মিক বায়ুকে রোধ করাকে প্রাণায়াম বলে। স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় গণকে ফিরাইয়া আনাকে প্রত্যাহার বলে। নানা বিষয়ে ব্যগ্র চিত্তকে একটী আলম্বনে (মূর্ত্তি প্রভৃতিতে) স্থাপন করাকে ধারণা বলে। সমানাকারে অর্থাৎ কেবল উপাস্য আকারে চিত্তের বৃত্তি প্রবাহকে ধ্যান বলে। উপাস্যরূপে চিত্তের অবস্থানকে (তন্ময় ভাবকে) সমাধি বলে। ইহার বিশেষ বিবরণ মৎ প্রকাশিত পাতঞ্জলদর্শনে দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

অহঙ্কার শব্দে মমকারকেও বুঝিতে হইবে, আমি জ্ঞান (আমি মনুষ্য ইত্যাদি) অহঙ্কার, মমজ্ঞান (আমার ধন জন ইত্যাদি জ্ঞান) মমকার ॥১৭॥

অকৌটিল্যেনেত্যর্থঃ, তথা অহমঃ অহঙ্কারস্য মমকারস্যাপ্যুপলক্ষণং পরিবর্জ্জনাৎ সর্ব্বথা ত্যাগাৎ ॥ ১৭ ॥

বেদান্ত বাক্যের অর্থাৎ অধ্যাত্মশাস্ত্র সমুদায়ের শ্রবণ, আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন, সাধুসঙ্গ, সরলতা ও অহঙ্কার পরিত্যাগ দ্বারা ॥১৭॥

কাঙ্ক্ষয়া মম ধর্ম্মস্য পরিশুদ্ধান্তরো জনঃ।
মদ্গুণশ্রবণাদেব যাতি মামঞ্জসা জনঃ ॥ ১৮ ॥

মম ধর্ম্মস্য মৎপ্রাপকধর্ম্মস্য নিষ্কামরূপস্য কাঙ্ক্ষয়া অভিলাষেণ পরিশুদ্ধান্তরঃ পরিশুদ্ধং নির্ম্মলং অন্তরং মানসং যস্য স তাদৃশো জনঃ মদ্গুণশ্রবণাদেব মম গুণানাং কল্যাণগুণানাং সত্যসঙ্কল্পত্বাদীনাং শ্রবণাৎ অহরহরাকর্ণনাৎ মাং অঞ্জসা শীঘ্রং যাতি মদভিন্নো ভবতি ॥ ১৮ ॥

আমার ধর্ম্মের (নিষ্কাম ধর্ম্মের) আকাঙ্ক্ষা দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি আমার গুণ শ্রবণ দ্বারাই আমাকে অতি শীঘ্র পাইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

যথা বায়ুবশাদ্গন্ধঃ স্বাশ্রয়াদ্ ঘ্রাণ মাবিশেৎ।
যোগাভ্যাসরতং চিত্ত মেব মাত্মান মাবিশেৎ ॥১৯॥

যথা গন্ধঃ বায়ুবশাৎ বায়ুনা প্রেরণাৎ স্বাশ্রয়াৎ স্বাধারাৎ পুষ্পাদেঃ সকাশাৎ ঘ্রাণং নাসাং আবিশেৎ গচ্ছেৎ, এবং ইত্থং যোগাভ্যাসরতং ধ্যানতৎপরং চিত্তং আত্মানং পরমেশ্বরং আবিশেৎ। বায়ুঃ পুষ্পাদেঃ গন্ধং ঘ্রাণমিব যোগাভ্যাসঃ চিত্তং আত্মানং নয়তীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৯ ॥

যেমন গন্ধ বায়ুবশতঃ আপনার আশ্রয় পুষ্পাদি হইতে

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করে, সেইরূপ ধ্যানতৎপর চিত্ত আত্মায় প্রবেশ করে, অর্থাৎ উপাস্য পরমেশ্বর ভাবে লীন হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু হ্যহমাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
তমজ্ঞাত্বা বিমূঢ়াত্মা কুরুতে কেবলং বহিঃ ॥২০॥

সর্ব্বেষু প্রাণিজাতেষু সকলেষু জীবসমূহেষু অহমাত্মা চেতনোঽহং ব্যবস্থিতঃ নিগূঢ়ঃ, বিমূঢ়াত্মা বিশেষেণ মূঢ়ঃ অজ্ঞানাচ্ছন্নঃ আত্মা চেতো যস্য সঃ তং মাং অজ্ঞাত্বা কেবলং বহিঃ যাগাদিকং অন্য-দেব-পূজনঞ্চ কুরুতে ॥ ২০ ॥

সমস্ত জীবে চৈতন্যস্বরূপ আমি (ঈশ্বর) অবস্থান করিতেছি, অত্যন্ত মূঢ় ব্যক্তি তাহা না জানিয়া কেবল বাহিরে যাগাদি ও অন্য দেবতা পূজা করে, অর্থাৎ মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে কেবল প্রতিমাদিতেই পূজা করে, আমি সমস্ত জীবে পূর্ণভাবে আছি এরূপ জানে না ॥ ২০ ॥

ক্রিয়োৎপন্নৈর্নৈকভেদৈর্দ্রব্যৈর্মে নাম্ব তোষণম্।
ভূতাবমানিনার্চ্চায়ামর্চ্চিতোঽহং ন পূজিতঃ ॥২১॥

হে অম্ব! মাতঃ! নৈকভেদৈঃ নানাপ্রকারৈঃ ক্রিয়োৎপন্নৈঃ ক্রিয়াসু যাগাদিষু উৎপন্নৈঃ বিনিযুক্তৈঃ দ্রব্যৈঃ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ মে তোষণং প্রীণনং ন। অর্চ্চায়াং প্রতিমায়াং ভূতাবমানিনা

অন্য দেবতা পূজা করায় দোষ নাই, কিন্তু যাঁহাকেই পূজা করা যাউক, তাঁহাকে পরমেশ্বর জ্ঞানে পূজা করিবে, দেবাদি সমস্তই ঈশ্বরের মূর্ত্তি, এইরূপ স্থির থাকা চাই ॥ ২০ ॥

প্রাণিহিংসকেন অহং অর্চ্চিতঃ অপি ন পূজিতঃ, সা পূজা মৎ-প্রীতয়ে ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

স্থ ! কেবল পূজাদিতে প্রদত্ত নানারূপ উপকরণে আমার প্রীতি জন্মে না, যে ব্যক্তি প্রাণী হিংসা করে সে প্রতিমাদিতে আমার পূজা করিলেও আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হই না ॥ ২১ ॥

তাবন্মা মর্চ্চয়েদ্দেবং প্রতিমাদৌ স্বকর্ম্মভিঃ।
যাবৎ সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতঞ্চাত্মনি ন স্মরেৎ ॥২২॥

যাবৎ যৎকালপর্য্যন্তং স্বকর্ম্মভিঃ চিত্তশোধকৈঃ স্বৈঃ কর্ম্মভিঃ মাং সর্ব্বভূতেষু নিখিলেষু প্রাণিষু আত্মনি স্বস্মিংশ্চ স্থিতং বর্ত্তমানং ন স্মরেৎ ন বিজানীয়াৎ তাবৎ দেবং দ্যোতনাত্মকং প্রকাশশীলং মাং প্রতিমাদৌ কেবলং মূর্ত্ত্যাদৌ অর্চ্চয়েৎ পূজয়েৎ অত্রৈব প্রতিমায়াং স্থিতঃ ন সর্ব্বত্র ইতি বুদ্ধ্যা পূজয়েদিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নিত্য নৈমিত্তিকাদি স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা যে কাল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীতে ও নিজেতে অবস্থিত আমাকে জানিতে না পারে, সেই কাল পর্য্যন্ত কেবল প্রতিমাদিতে আমার পূজা করে, অর্থাৎ প্রতিমাদিতেই আছেন অন্যত্র নাই এইরূপ ভ্রমজ্ঞানে পূজা করে, ঈশ্বর সর্ব্বত্রই আছেন, কেবল প্রতিমাদিতে আছেন, এরূপ ভাবা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য্য ॥ ২২ ॥

সর্ব্ব ভূতে আত্মদর্শন না হইলেই পরিচ্ছিন্ন বোধ থাকে, কেবল এই প্রতিমাতেই ঈশ্বর আছেন অন্যত্র নাই এইরূপ সঙ্কীর্ণ জ্ঞান হয়, নিষ্কামধর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্ত শুদ্ধি হইলে তখন সর্ব্বত্রই ঈশ্বর ভাব দেখিতে পায় ॥ ২২ ॥

যস্তু ভেদং প্রকুরুতে স্বাত্মনশ্চ পরস্য চ।
ভিন্নদৃষ্টে র্ভয়ং মৃত্যু স্তস্য কুর্য্যান্ন সংশয়ঃ॥ ২৩॥

যস্তু মূঢ়ধীরিতি শেষঃ, স্বাত্মনশ্চ পরস্য চ ভেদং প্রকুরুতে, উপাস্য মুপাসকঞ্চ ভিন্নত্বেন বিজানাতি, ভিন্নদৃষ্টে র্ভেদজ্ঞানবতঃ তস্য মৃত্যু র্ভয়ং কুর্য্যাৎ ভীতিং জনয়েৎ, ন সংশয়ঃ অত্র সন্দেহো নাস্তি, "মৃত্যোঃ স মৃত্যু মাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতীতি শ্রুতেঃ" ॥ ২৩॥

যে ব্যক্তি আপন পর ভেদ জ্ঞান করে, মৃত্যু ভিন্নদর্শী সেই ব্যক্তির নিশ্চয়ই ভয় বিধান করেন, ভেদজ্ঞান কেবল অনর্থেরই কারণ॥ ২৩॥

মা মতঃ সর্ব্বভূতেষু পরিচ্ছিন্নেষু সংস্থিতং।
একং জ্ঞানেন মানেন মৈত্র্যাচার্চ্চেদভিন্নধীঃ॥ ২৪॥

তস্মাদ্ভেদং ত্যক্ত্বৈব অহমুপাস্য ইত্যাহ মামত ইতি, অতঃ পূর্ব্বোক্তাৎ হেতোঃ জ্ঞানেন মানেন অভেদজ্ঞানরূপেণ প্রমাণেন পরিচ্ছিন্নেষু ইয়ত্তাযুক্তেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সকলপ্রাণিষু সংস্থিতং বর্ত্তমানং একং মাং মৈত্র্যা চ সর্ব্বত্র মিত্রতাজ্ঞানেন চ মাং অর্চ্চেৎ, ইয়মেব মে মুখ্যা পূজা, কাপি শত্রুবুদ্ধি র্ন কার্য্যেতি ভাবঃ। অভিন্নধীঃ এক এব চেতনো ভগবান্ সর্ব্বত্র ইত্যেবং বুদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

অতএব অভেদদর্শী হইয়া পরিচ্ছিন্ন (পরিমিত) সমস্ত প্রাণীতে একভাবে বর্ত্তমান আমাকে অভেদজ্ঞানে ও মিত্র বুদ্ধিতে পূজা করিবে, কোন প্রাণীতে শত্রুতা জ্ঞান করিবে না॥ ২৪॥

চেতসৈবানিশং সর্ব্বভূতানি প্রণমেৎ সুধীঃ।
জ্ঞাত্বা মাং চেতনং শুদ্ধং জীবরূপেণ সংস্থিতং।
তস্মাৎ কদাচিন্নেক্ষেত ভেদমীশ্বর-জীবয়োঃ ॥২৫॥

সুধীঃ পণ্ডিতো জনঃ শুদ্ধং নির্ম্মলং চেতনং মাং জীবরূপেণ সংস্থিতং সর্ব্বত্র ইতি শেষঃ, জ্ঞাত্বা চেতসা সর্ব্বভূতানি প্রাণিনঃ অনিশং নিরন্তরং প্রণমেদেব। তস্মাৎ হেতোঃ ঈশ্বরজীবয়োঃ পরমাত্মজীবাত্মনো জীবানাঞ্চৈত্যপি বোধ্যং ভেদং কদাচিৎ কস্মিন্নপি সময়ে ন ঈক্ষেত ন পশ্যেৎ ॥ ২৫ ॥

পণ্ডিত ব্যক্তি চেতন ও পরিশুদ্ধ আমাকে সর্ব্বত্র জীবরূপে অবস্থিত জানিয়া সমস্ত প্রাণীকে মনে মনে প্রণাম করিবে। কখনও ঈশ্বর ও জীবের (জীবে জীবে ও) ভেদজ্ঞান করিবে না॥ ২৫ ॥

ভক্তিযোগো জ্ঞানযোগো ময়া মাত রুদীরিতঃ।
আলম্ব্যৈকতরং বাপি পুরুষঃ শমমৃচ্ছতি ॥ ২৬ ॥

হে মাতঃ! ময়া ভক্তিযোগঃ জ্ঞানযোগঃ ভক্তিযোগসহিতো জ্ঞানযোগঃ উদীরিতঃ বর্ণিতঃ। পুরুষঃ উৎসাহী ভক্তঃ একতরং ভক্তিযোগং, জ্ঞানযোগং বাপি আলম্ব্য আশ্রিত্য শমমৃচ্ছতি শান্তিমাপ্নোতি মুচ্যতে ইত্যর্থঃ। ভক্তিযোগস্যাপি মুক্তিহেতুত্বং পরিণামে জ্ঞানযোগপ্রাপকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্তিযোগ পরিণামে জ্ঞানযোগের কারণ হয়, ভক্তির পরাকাষ্ঠাই জ্ঞান একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সুতরাং উভয়ের দ্বারাই মুক্তিলাভ হইতে পারে॥ ২৬ ॥

মা ! আমি ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়েরই বর্ণনা করিলাম, উৎসাহশীল ভক্তজন উক্ত ভক্তি ও জ্ঞানের কোনও একটী, অবলম্বন করিয়া মুক্ত হইতে পারেন ॥ ২৬॥

ততো মাং ভক্তিযোগেন মাতঃ সর্ব্বহৃদিস্থিতং ।
পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্মৃত্বা শান্তি মবাপ্স্যসি ॥২৭॥

হে মাতঃ ! ততঃ একতরস্যাপি মোক্ষজনকত্বাৎ সর্ব্ব-হৃদিস্থিতং অন্তর্যামিতয়া সর্ব্বত্র বর্ত্তমানং মাং ভক্তিযোগেন উৎকৃষ্টোঽয়ং ঈশ্বরঃ পূজ্যঃ ইত্যেবং রূপেণ তত্রাসামর্থ্যে পুত্ররূপেণ বা নিত্যং স্মৃত্বা শান্তি মবাপ্স্যসি মোক্ষং যাস্যসে, এক এবহি অনুরাগঃ পূজ্যেষু ভক্তিরিতি স্নিগ্ধেষু চ দয়া ইতি কথ্যতে। সর্ব্বদা যথা ধ্যেয়রূপং চিত্তে উদেতি তথা যতিতব্যম্, তেনৈব চ সিদ্ধিলাভঃ, তদুক্তং "গোপ্যঃ কামাদ্ ভয়াৎ কংসঃ" ইত্যাদি ॥২৭॥

মা ! উক্ত উভয়টীই মুক্তির কারণ বলিয়া সমস্ত হৃদয়ে অবস্থিত আমাকে ঈশ্বরভাবে ভক্তিযোগেই হউক অথবা পুত্ররূপেই হউক সর্ব্বদা চিন্তা করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন ॥ ২৭ ॥

শ্রুত্বা রামস্য বচনং কৌশল্যানন্দসংযুতা ।
রামং সদা হৃদি ধ্যাত্বা ছিত্ত্বা সংসার-বন্ধনং ।
অতিক্রম্য গতীস্তিস্রোঽপ্যবাপ পরমাং গতিম্ ॥২৮॥

কৌশল্যা রামস্য বচনং উপদেশং শ্রুত্বা আনন্দসংযুতা পরমহৃষ্টা রামং পরব্রহ্মরূপিণং সদা হৃদি ধ্যাত্বা বিচিন্ত্য সংসারবন্ধনং ছিত্ত্বা

যে কোনরূপেই হউক সর্ব্বদা চিন্তা করা চাই। একই অনুরাগ পূজ্য বিষয়ে হইলে ভক্তিবলে স্নিগ্ধ বিষয়ে হইলে দয়া বলা যায়।

ত্রিস্রো গতীঃ সাত্ত্বিকী-রাজসী-তামসীঃ, তত্র উপাসকানাং অর্চ্চিরাদিমার্গেণ শুভ্রা গতিঃ, কর্ম্মিণাং ধূমাদিমার্গেণ কৃষ্ণাগতিঃ, উভয় রহিতানাং অতিপামরাণাং জায়স্ব ম্রিয়স্বেত্যেবংরূপা তৃতীয়াগতিঃ, ইতি তিস্রো গতীঃ অতিক্রম্য অতীত্য পরমাং গতিং "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে" ইতি জ্ঞানি-প্রাপ্যাং গতিং মুক্তিমবাপ লেভে ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে

উত্তরকাণ্ডে

ভক্তিযোগঃ॥

কৌশল্যাদেবী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দবিহ্বল হইয়া রামকে সর্ব্বদা হৃদয়ে ধ্যান করতঃ সংসার বন্ধন ছেদপূর্ব্বক সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী এই ত্রিবিধ গতি অতিক্রম করিয়া পরমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

উপাসকগণের অর্চ্চিরাদি মার্গে শুক্লা গতি হয়, এইটী সাত্ত্বিকী। কর্ম্মিগণের ধূমাদিমার্গে কৃষ্ণাগতি হয়, এইটী রাজসী। উপাসনা ও কর্ম্ম উভয় রহিত অতি পামরগণের, 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব" রূপে বর্ণিত তৃতীয়া গতি হয়, এইটী তামসী। আত্মজ্ঞ ব্যক্তির মরণানন্তর কোন দেশে গমন হয় না, তাঁহার প্রাণাদি (লিঙ্গশরীরে) নষ্ট হইয়া যায়, লিঙ্গশরীর নাশকেই মুক্তি বলে। আত্মজ্ঞান হইলে অজ্ঞান নাশ হয়, অজ্ঞান নাশে অজ্ঞানকার্য্য সমস্ত সংসার নষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥

শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উত্তরকাণ্ডে

ভক্তিযোগ সমাপ্ত হইল ॥